STOP ATROCITIES ON MINORITIES

পরিষদ বার্তা

অক্টোবর ২০১৮
নবপর্যায় ৬৬
মূল্য ১০ টাকা

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ'র মুখপত্র

সংখ্যালঘুদের ক্ষমতায়ন কত দূর?

অজয় দাশগুপ্ত

বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ দাবি তুলেছে– একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলো এমন কাউকে যেন মনোনয়ন প্রদান না করে, যিনি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ধর্মীয় সংখ্যালঘু কিংবা ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর প্রতি অন্যায় আচরণ করেছেন অথবা তাদের নির্যাতন করেছেন বা সম্পত্তি গ্রাস করেছেন।

তাদের আরও দাবি, প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো থেকে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের যথাযথ প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা। এ দাবিও দীর্ঘদিন ধরে রয়েছে যে রাজনৈতিক দল এবং তাদের অঙ্গ সংগঠনের কেন্দ্রীয়, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের কমিটিতে সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা। এ দাবি স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন স্তর যেমন– সিটি করপোরেশন, পৌরসভা, জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। নির্বাচন কমিশন রাজনৈতিক দলগুলোর কমিটিতে নারীদের এক-তৃতীয়াংশ সদস্য রাখতে বলেছে। এ নিয়ম কেউ মানছে না। কিন্তু ক্রমাগত চাপ তো আছে। এক সময়ে হয়ত সেটার বাস্তবায়নও আমরা দেখতে পাব।

সাম্প্রতিক সময়ে কোটা প্রথার সংস্কারের দাবি নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের আন্দোলন আমরা দেখেছি। ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা কিন্তু সরকারি বা বেসরকারি চাকরিতে কোটা চাইছে না। পদোন্নতিতেও চাইছে না। তারা প্রতিযোগিতার মাধ্যমে চাকরিতে নিয়োগ চায়। এ ক্ষেত্রে তাদের একটিই দাবি, মেধা ও যোগ্যতা থাকলে ধর্মীয় কারণে যেন বৈষম্য সৃষ্টি করা না হয়। এ বৈষম্য বিভিন্ন সময়ে করা হয়েছে এবং কখনও কখনও তা নির্লজ্জভাবেই করা হয়েছে। অনেক সময় 'বাস্তবতার' দোহাই দেওয়া হয়। একটি বিদ্যালয়ের কথা জানি, যেখানে শিক্ষক নিয়োগের ইন্টারভিউয়ে যে দু'জন মনোনীত হয়েছিলেন– ঘটনাক্রমে তারা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত। কিন্তু আপত্তি তোলেন একজন প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতা (যিনি স্থানীয় সরকারের নির্বাচনে সংখ্যালঘুদের ভোটের ওপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল)। তার মত, দু'জন কেন হিন্দু নেওয়া হবে?

উপজেলা পরিষদ বা ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে দেখা গেছে, সংখ্যালঘুরা এলাকায় সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়েও চেয়ারম্যান পদে মনোনয়ন পায়নি। আওয়ামী লীগ কিংবা বিএনপি উভয় দলের স্থানীয় পর্যায়ের অনেক নেতার দৃষ্টিভঙ্গী এখানে প্রায় অভিন্ন।

রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন নিয়ে আমরা সর্বদা অনেক কথা বলি। সংসদে আইন প্রণয়ন হয়। মানুষের অধিকবার নিয়ে কথা হয়। অন্যায়-অনিয়ম তুলে ধরা হয়। এ কারণেই সংসদে সরকারি দলের পাশাপাশি বিরোধী দলের উপস্থিতি থাকা চাই। একইভাবে সব শ্রেণি-পেশার প্রতিনিধিত্ব থাকা চাই। নারীদের প্রতিনিধি থাকা চাই। ধর্মীয় সংখ্যালঘু ও ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি থাকা চাই। 'আমি তো আছি সবার হয়ে কথা বলার জন্য'– এমন মনোভাব গ্রহণযোগ্য নয়।

২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে একটি জরিপ পরিচালনা করেছিলাম। প্রধানত সংখ্যালঘুরাই এ জরিপে মতামত প্রদান করে। তাতে প্রশ্ন রেখেছিলাম– নির্বাচনে আপনার এলাকায় সংখ্যালঘুদের মধ্যে থেকে যোগ্য ব্যক্তি থাকলেও তিনি মনোনয়ন পাবেন এমন নিশ্চয়তা আছে কি? বেশির ভাগ উত্তর এসেছিল– 'না'। আরেকটি প্রশ্ন ছিল– নির্বাচনের আগে ও পরে নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার শঙ্কা রয়েছে কি? উত্তরদাতারা প্রায় সকলে বলেছিলেন– 'হ্যাঁ'।

ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জন্য বিশেষভাবে উদ্বেগের বিষয় হচ্ছে অর্পিত বা শত্রু সম্পত্তি। পাঁচ দশকের বেশি সময় হয়ে গেল, কিন্তু এ যন্ত্রণা অনিঃশেষ। কত আশ্বাস, কত সান্ত্বনা। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয় না। নিরবে প্রস্থানের ঘটনা ঘটছে– আমরা দেখেও না দেখার ভান করছি।

নির্বাচন একেবারে সামনে। দুই মাসের মধ্যে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা। নতুন সরকারও গঠিত হবে। সংখ্যালঘুদের যে সব বিষয় উদ্বিগ্ন করছে, তার নিরসন কি হবে? সরকারের বিরুদ্ধে যারা, তারা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দাবি সরকারের কাছে উত্থাপন করছে। সরকারের সঙ্গে সংলাপে বসেছে। বিভিন্ন দফা তুলে ধরছে মানার জন্য। কিন্তু তাতে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের বঞ্চনা-ক্ষোভ-যন্ত্রণা অবসানের কথা নেই। রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের দাবির তো প্রশ্নই আসে না। এমনকি ভোটাধিকার নিশ্চিত করার কথাও নেই। অন্যদিকে, বর্তমানে ক্ষমতাসীনদের তরফে কেবলই আশ্বাস। এ আশ্বাস কতটা বায়বীয় হতে পারে তার একটি প্রমাণ হিন্দু ধর্মালম্বীদের মন্দির সংস্কার কিংবা নতুন মন্দির নির্মাণে ২০০ কোটি টাকা অনুদান প্রদানে অর্থমন্ত্রীর ঘোষণা। প্রয়োজনের তুলনায় এ পরিমাণ নগন্য, কিন্তু বছর তিনেক হয়ে গেল– একটি টাকাও ছাড় দেওয়া হয়নি। এমন আরও কত বঞ্চনা যে রয়েছে রয়েছে! রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে কোনো বলিষ্ঠ উদ্যোগ তো নেই-ই, এমনকি সামান্য অনুদানও বাক্সবন্দি পড়ে আছে।

উদ্বেগ বাড়ছে সংখ্যালঘুদের মধ্যে

॥ বিশেষ প্রতিনিধি ॥

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে ঘিরে সাম্প্রদায়িক ও ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলো বিভিন্ন জোটে যুক্ত হওয়ায় গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ শক্তি, বিশেষ করে ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের মধ্যে উদ্বেগ ও অস্বস্তি তৈরি হয়েছে। এই নির্বাচন জাতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন ১৪ দলীয় জোট, মহাজোটের শরিক এইচ এম এরশাদের নেতৃত্বাধীন জাতীয় পার্টি নির্বাচনের প্রস্তুতি শুরু করেছে। অন্যদিকে সংবিধান প্রণেতা ড. কামাল হোসেনের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা বিএনপি, গণফোরাম, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জেএসডি), নাগরিক ঐক্যের জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট নির্বাচনে অংশগ্রহণ নিয়ে স্পষ্ট কোন সিদ্ধান্ত না জানালেও, ধারণা করা হচ্ছে তারা নির্বাচনে আসবেন। একাত্তরের দুর্ধর্ষ মুক্তিযোদ্ধা কাদের সিদ্দিকীও জাতীয় ঐক্যফ্রন্টে যোগ দেবেন বলে মোটামুটি নিশ্চিত ধারণা রয়েছে। বিএনপি নেতৃত্বাধীন ২০ দলীয় জোট, যা ২৩ দলে রূপান্তরিত হয়েছে বলে দাবি করা হচ্ছে, তাকিয়ে আছে বিএনপির দিকে। পৃষ্ঠা ২

পূজা উদযাপন পরিষদের সংবাদ সম্মেলন

সারাদেশে পুজো বেড়েছে, নিঃসন্দেহে ইতিবাচক দিক তবে কয়েকটি স্থানে হামলা হয়েছে

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥

বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ শারদীয় দুর্গোৎসবের পূর্বে ১৩ অক্টোবর শ্রী শ্রী ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দিরে এক সংবাদ সম্মেলনে জানিয়েছে, গত বছর সারা দেশে পুজোর সংখ্যা ছিল ৩০০৭৭। এবার এ সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩১২৭২, যা গত বছরের চাইতে ১১৯৫টি বেশি। বিভাগওয়ারি পরিসংখ্যান হচ্ছে– ঢাকায় ৬৮০৪, চট্টগ্রামে ৪৫০৬, সিলেটে ২৩৪১, খুলনায় ৪৮৮৩, রাজশাহীতে ৩৫৪২, রংপুরে ৫৩৭১, বরিশালে ১৭২৪ ও ময়মনসিংহে ২১০১। একমাত্র সিলেট বিভাগ ছাড়া বাকি ৭ বিভাগে পুজোর সংখ্যা বেড়েছে। পুজোর সংখ্যা বৃদ্ধি দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির সাথে হিন্দু সম্প্রদায়েরও অর্থনৈতিক উন্নতির সূচকের প্রতিফলন, যা নিঃসন্দেহে ইতিবাচক দিক। তাছাড়া মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের সরকারের নিরাপত্তার বিষয়টিও পুজোর সংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে অনুকূল প্রভাব তৈরিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, সরকারের কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে গত দুবছর জঙ্গি তৎপরতা ও সাম্প্রদায়িক হামলার ঘটনা নিয়ন্ত্রণের পর্যায়ে আছে। তারপরও আসন্ন দুর্গোৎসবের প্রাক্কালে বগুড়ার শেরপুর, শেরপুর সদর, সাতক্ষীরা সদর, নীলফামারীর ডোমার, খুলনার ক্রিসেন্ট জুট মিল, হবিগঞ্জের লাখাই, পিরোজপুরের শিকদার মল্লিক, কুড়িগ্রামের উলিপুর, শরিয়তপুরের নড়িয়া, দিনাজপুরের চেহেল গাজী, রংপুরের সদ্যপুস্করিনী ও গাজীপুরের শ্রীপুরে প্রতিমা ও মন্দির ভাংচুরের ঘটনা ঘটেছে। এই সকল অনাকাঙ্খিত ঘটনায় আমরা উদ্বিগ্ন।

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ সম্পর্কে পূজা উদযাপন পরিষদ বলেছে, প্রশাসনে থাকা কুচক্রি মহলের চক্রান্তে সরকারের শুভ উদ্যোগের সুফল পাওয়া যাচ্ছে না। অধিকন্তু ভুক্তভোগীরা অনাকাঙ্খিত আর্থিক ক্ষতি ও হয়রানির শিকার হচ্ছে। ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দিরের ১৪ বিঘা সম্পত্তি এখনও উদ্ধার করা যায়নি। সংকীর্ণ প্রবেশপথ, দৃষ্টিকটু স্থাপনা একদিকে ঐতিহাসিক স্থাপত্যের জাতীয় মন্দিরের পরিবেশের সৌন্দর্যহানি করছে, অন্যদিকে ভক্তকুল ও দেশীবিদেশী অতিথিকেও বিব্রতকর পরিস্থিতির মুখে ঠেলে দেয়। তাছাড়া নিরাপত্তার ঝুঁকিতো আছেই। আমাদের চাহিদা পৃষ্ঠা ২

নির্বাচন আসছে ॥ রাজনৈতিক নেতৃত্বের ভূমিকা দেখতে চাই

॥ পর্যবেক্ষক ॥

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ বিগত '৯০ সাল থেকে এ পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে যারা জনপ্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত হয়ে বা রাজনৈতিক নেতৃত্বে থেকে সংখ্যালঘু নির্যাতনকারী, স্বার্থবিরোধী কোন প্রকার কর্মকাণ্ডে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে জড়িত ছিলেন বা আছেন এমন কাউকে আগামি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন না দেয়ার জন্য সব রাজনৈতিক দল ও জোটের কাছে অনুরোধ জানিয়েছিল। পাঁচ দফার প্রথম দফায় বলা হয়, এমন কাউকে নির্বাচনে প্রার্থী দেয়া হলে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী সে সব নির্বাচনী এলাকায় ভোটদানে বিরত থাকবে বা প্রয়োজনে সেই নির্বাচনী এলাকার ভোট দেয়া সম্ভব না হলে নির্বাচন বর্জন করবে।

নির্বাচনের ঘণ্টা বেজে গেছে। নভেম্বরের গোড়ার দিকে নির্বাচন তফসিল ঘোষণা করা হবে বলে জানা গেছে। নির্বাচনে সবার অংশগ্রহণ ধরে নিয়েই বলতে চাই, ঐক্য পরিষদের ৫ দফা ও ৭ দফা দাবি সম্পর্কে আমরা প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের ভূমিকা দেখতে চাই। ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুরা এখন অনেক বেশি সচেতন, অধিকারবোধ সম্পর্কে একটি ব্যাপক সংগ্রামী চেতনা তাদের মধ্যে বিকশিত হয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলো যদি 'এই লেখা' পড়তে না পারে, নেতারা যদি গভীরে যেতে না পারেন অত্যন্ত ভুল করবেন।

একটি রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটেছে। এই যুদ্ধে সকল ধর্মের মানুষের অংশগ্রহণ ছিল, আত্মত্যাগ ছিল, ৩০ লাখ মানুষ মুক্তিযুদ্ধে প্রাণ দিয়েছে। পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের দোসরদের হামলার মুখে এক কোটিরও বেশি মানুষ এদেশ ছেড়ে ভারতের মাটিতে আশ্রয় নিয়েছিল। এই শরণার্থীদের সিংহভাগ ছিল ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। শরণার্থী শিবিরগুলোতে শিশু-বৃদ্ধসহ অনেকের মৃত্যু হয়েছে। স্বাধীনতার পর শরণার্থীরা দেশে ফিরে ধ্বংসস্তুপের মধ্যেই নতুন জীবন শুরু করেছিলেন। স্বাধীন বাংলাদেশেও বারবার সাম্প্রদায়িক সহিংসতার শিকার হতে হয়েছে সংখ্যালঘুদের। সংবিধানের পঞ্চম ও অষ্টম সংশোধনীর মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র ব্যবস্থা এবং একটি ধর্মকে রাষ্ট্রধর্ম করা হয়। আমাদের শাসকরা নতুন তত্ত্ব উদ্ভাবন করলেন, রাষ্ট্রেরও ধর্ম থাকে, সার্বজনীন নয়। দুর্ভাগ্য এদেশের মানুষের, সেই অষ্টম সংশোধনী এখনো সংবিধানে বর্তমান। পৃষ্ঠা ২

সারাদেশে পুজো বেড়েছে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

অনুযায়ী দেবোত্তর সম্পত্তি সংরক্ষণ আইন এখনও প্রণয়ন হয়নি। হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের পরিবর্তে হিন্দু ফাউন্ডেশনের দাবি এখনও অপূর্ণ রয়ে গেছে। দুর্গোৎসবের ছুটি বাড়ানোর দাবি দীর্ঘদিনের কিন্তু ছুটি বাড়েনি। জাতীয় উৎসবের আঙ্গিকে দুর্গোৎসবেও বঙ্গভবনসহ প্রধান প্রধান সরকারি ভবনে আলোকসজ্জা, সড়কে জাতীয় পতাকা ও শুভেচ্ছা বাণী দিয়ে সুসজ্জিত করা, হাসপাতাল, কারাগার, অনাথ আশ্রমে উন্নতমানের খাবার পরিবেশন করার দাবি জানিয়েছি। আমাদের দাবি অপূরণীয় থাকা আমাদেরকে হতাশ করে।

পরিষদ বলেছে, আমাদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজার সময় অনেক স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় খোলা রেখে পরীক্ষা নেওয়া হয়। মন্ত্রীপরিষদ বিভাগের ২৭/০৯/২০১৮ জারিকৃত নোটিশে দেখা যায় ১৭/১০/১৮ তারিখে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজনের নির্দেশ দিয়েছে। ঐদিন অষ্টমী পুজোর দিন। এন আর বি গ্লোবাল ব্যাংকসহ বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান চাকুরি নিয়োগ পরীক্ষা সময়-সূচি ঘোষণা করে যা আমাদের অসাম্প্রদায়িক চেতনার পরিপন্থী।

সাংবাদিক সম্মেলনে পরিষদের পক্ষ থেকে সাত দফা দাবি তুলে ধরা হয়।

লিখিত বক্তব্য উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক নির্মল কুমার চ্যাটার্জি। পরিষদ সভাপতি মিলনকান্তি দত্ত বক্তব্য রাখেন ও প্রশ্নের জবাব দেন। পরিষদের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটি সংবাদ সম্মেলন

মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটি একই দিন আরেক সংবাদ সম্মেলনে জানিয়েছে, এবার ঢাকা মহানগরের পুজোর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৩৪। গত বছরের তুলনায় ৪টি বেড়েছে। পুজোর প্রস্তুতি নিয়ে ইতোমধ্যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, পুলিশের আইজি ও মহানগর পুলিশ কমিশনার, ডিজিএফআই, র‍্যাব, ১৪ দলসহ বিভিন্ন পর্যায়ে বৈঠক হয়েছে। তারা পুরো সময় আইন শৃঙ্খলা স্বাভাবিক থাকবে মর্মে আমাদের আশ্বস্ত করেছেন।

মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটির লিখিত বক্তব্যে শারদীয় দুর্গোৎসব উপলক্ষে সম-অধিকার ও সম-মর্যাদা এবং জাতীয় ঐতিহ্য রক্ষায় ১১ দফা দাবি তুলে ধরা হয়। লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটির সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. কিশোর রঞ্জন মণ্ডল। সভাপতি শৈলেন্দ্রনাথ মজুমদার ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন ও সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাব দেন।

রাজনৈতিক নেতৃত্বের ভূমিকা দেখতে চাই

প্রথম পৃষ্ঠার পর

যদিও অসাম্প্রদায়িক সংবিধান বলা হচ্ছে, ধর্মনিরপেক্ষতাকে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। বাংলাদেশই সম্ভবত একমাত্র দেশ, যেদেশে ধর্মনিরপেক্ষতা ও রাষ্ট্রধর্ম হাত ধরাধরি করে অবস্থান করছে।

কথাগুলো পুনরুচ্চারিত হচ্ছে এ কারণে যে, আমাদের অনেক রাজনৈতিক তাত্ত্বিক ও বিশ্লেষকের মতে বাংলাদেশ এক ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। এ নির্বাচন জাতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের অধিকার আদায়ের সংগঠন বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ যে ৭ দফা ও ৫ দফা প্রণয়ন করেছে, তা সংগঠনের প্রতিষ্ঠালগ্নের পর থেকে ধারাবাহিক সংগ্রামেরই ফসল। এসব দফাকে শুধুমাত্র ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের দাবি বললে ভুল হবে, এই দাবি একটি সার্বজনীন, ধর্মনিরপেক্ষ দেশের মানুষের। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মূল্যবোধে বিশ্বাসী কোন মানুষ এই দাবিকে অবশ্যই এড়িয়ে যেতে পারেন না। মুক্তিযুদ্ধের ধারার রাজনৈতিক শক্তির পরিপূরক সংগঠন ঐক্য পরিষদ, আর মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মূল্যবোধ এসব দাবি বাস্তবায়নের মাধ্যমেই পূর্ণতা পাবে।

ঐক্য পরিষদ আরও বলেছে, 'আমরা চাই রাজাকার, স্বাধীনতাবিরোধী ও সাম্প্রদায়িকতামুক্ত পার্লামেন্ট যেখানে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিপীড়কের ভূমিকা পালন করবে না, সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদীতাকে লালন বা আশ্রয়-প্রশয় দেবেন না, গণতান্ত্রিক অভিযাত্রা অব্যাহত রাখার সংগ্রামে আমরা অতীতেও ছিলাম, আছি ও থাকবো। কিন্তু তা-ই বলে প্রায় তিন কোটি ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু ও আদিবাসী জনগাষ্ঠীর স্বার্থ ও অধিকারকে বিকিয়ে দিয়ে নয়। দুঃখজনক হলেও সত্যি, বৃটিশ ও পাকিস্তান আমল থেকে অদ্যাবধি গণতন্ত্র, অগ্রগতি, প্রগতি ও সমৃদ্ধির জন্য এত আত্মত্যাগ সত্বেও রাষ্ট্র ও রাজনীতি একে আজ পর্যন্ত যথাযথ বিবেচনায় আনার প্রয়োজন মনে করেনি। কেউ আপদ, কেউ বা বিপদ তাদের সাথে বৈষম্যমূলক আচরণ করতে দ্বিধা করেনি।'

ঐক্য পরিষদের এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের ক্ষোভ ও আশা-আকাংখার কথা ব্যক্ত হয়েছে। রাজনৈতিক নেতৃত্ব যদি মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মূল্যবোধকে বক্তৃতার অংশ না করে হৃদয়ে সত্যি সত্যি ধারণ করতেন, তাহলে ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের আন্দোলনের প্রয়োজন হতো না। দাবি জানাতে হতো না, যারা সংখ্যালঘু নির্যাতনকারী, স্বার্থবিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িত তাদের আগামি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে যেন প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন দেয়া না হয়। প্রশ্ন উঠতে পারে, এই গণশত্রুদের মনোনয়ন না দেয়ার জন্যে দাবি জানাতে হবে কেন? রাজনৈতিক দলের শীর্ষ নেতৃত্বই তো স্বচ্ছ রাজনীতি এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনার স্বার্থে গণশত্রুদের মনোনয়ন থেকে বাদ দল থেকে বাদ দিতে পারে। এই গণশত্রুরা দলে থাকলে বোঝা হবে, দলের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হবে।

কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, কৌশলের রাজনীতির কাছে পরাস্ত হচ্ছে গণতন্ত্র ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা। এখন রাজনীতিতে কৌশলই মূল অস্ত্র, ক্ষমতায় যাওয়া ও থাকার হাতিয়ার। এ কারণেই রাজনীতি আর মুক্তিযুদ্ধের রাজনীতি থাকবে না। শুধু ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের ওপর হামলাকারী, নিপীড়করা কেন, সার্বিকভাবে ধর্মনির্বিশেষে সব মানুষের অধিকার খর্বকারী কেউ গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলের মনোনয়ন পেতে পারেন। এতে রাজনীতি কলুষিত হয়, স্বার্থান্ধরাই রাজনীতি নিয়ন্ত্রণের সুযোগ পায়। সার্বিকভাবে তা দেশের জন্য মঙ্গল বয়ে আনে না।

এক সামরিক শাসক দম্ভভরে বলেছিলেন, রাজনীতি রাজনৈতিক নেতাদের জন্য অসম্ভব করে তুলবেন। তুলেও ছিলেন তিনি, রাজনীতিতে রাজনৈতিক নেতাদের সরিয়ে অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কর্মকর্তা, আমলা ও ব্যবসায়ীদের নিয়ে এলেন। সেই সূচনা, পরবর্তীতে গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক শক্তিগুলোও এই ধারা অনুসরণ করেছে। বলা হয়েছে, কৌশলগত কারণ এবং অন্য দলের সঙ্গে পাল্লা দেয়ার কারণে এই ধারা অনুসরণ করতে হচ্ছে। আজ শঙ্কার সাথে লক্ষ্য করতে হয়, এই ধারার হাত ধরেই রাজনীতিতে আজ পঙ্কিলতা, সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মান্ধতা বিকশিত হয়ে রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করছে। রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আবদুল হামিদ জাতীয় সংসদে এক ভয়ঙ্কর সত্য উচ্চারণ করেছেন। তিনি বলেছেন, জাতীয় সংসদে রাজনীতিকদের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। ৮২ শতাংশ নির্বাচিত হয়ে আসছেন রাজনীতির বাইরে থেকে। রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আবদুল হামিদ সাতবার জাতীয় সংসদে নির্বাচিত হয়ে এসেছেন, কখনো পরাজিত হননি বৈরি শাসনামলেও। তিনি রাজনীতির মানুষ, তাই এই চরম সত্য তিনি উচ্চারণ করতে পেরেছেন। রাষ্ট্রপতির ভাষণের মধ্যেই রাজনীতির ক্ষত প্রকাশিত হয়েছে। যে সামরিক শাসক রাজনীতি রাজনৈতিক নেতাদের জন্য অসম্ভব করে তোলার কথা বলেছিলেন, তাকে জাতি পরিত্যাগ করেছে। কিন্তু তার রাজনীতি ও কৌশলকে রাজনীতিকরা আঁকড়ে ধরে রেখেছেন। এই কৌশল আজ হাড়ে হাড়ে সবচাইতে বেশি টের পাচ্ছে ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুরা।

এই কৌশলী রাজনীতির কারণেই সংখ্যালঘুরা আজ বলতে বাধ্য হচ্ছে, রাজাকার, স্বাধীনতাবিরোধী ও সাম্প্রদায়িকামুক্ত পার্লামেন্ট চাই। গণশত্রুদের পার্লামেন্টে দেখতে চাই না। ওদের মনোনয়ন দিলে ঐ এলাকায় ভোট বর্জন করতে বাধ্য হবো।

বর্তমান আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন সরকার মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মূল্যবোধের বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান গ্রহণ করেছে। শীর্ষ স্থানীয় যুদ্ধপরাধীদের বিচারের পর ফাঁসি হয়েছে, আরও যুদ্ধপরাধীদের বিচার চলছে। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় বিদেশি যেসব বন্ধুরা বাংলাদেশের মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছিল, তাদের সবাইকে সম্মানিত করা হয়েছে। সম্মানিত হয়েছেন তৎকালীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী। মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানিত করা হচ্ছে, তাদের সুযোগ-সুবিধা বাড়ানো হয়েছে। আমরা অবশ্যই আশা করতে পারি, একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তারই প্রতিফলন ঘটবে।

বাংলাদেশে স্বার্থান্ধদের যে অপরাজনীতি শুরু হয়েছে এবং ক্ষমতার লক্ষ্যে সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মান্ধতা ব্যবহৃত হচ্ছে, আগামি নির্বাচনের মধ্য দিয়ে যদি এই রাজনীতির বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক ধারায় কিছুটাও এগুনো যায়, তা আমাদের জন্য ইতিবাচক হিসেবে স্বীকৃতি হবে। তবে মুক্তিযুদ্ধের ধারা থেকে কোনভাবে বিচ্যুত হওয়া যাবে না। নির্বাচনের নামে মুক্তিযুদ্ধবিরোধী শক্তিকে কোনভাবে প্রতিষ্ঠিত করা যাবে না। স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি বাংলাদেশে ক্ষমতাসীন হয়ে, গাড়িতে পতাকা উড়িয়ে যে ভয়ংকর পরিস্থিতি পৃষ্ঠা ৬

উদ্বেগ বাড়ছে সংখ্যালঘুদের মধ্যে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বিএনপির প্রথম মহাসচিব বিশিষ্ট চিকিৎসক অধ্যাপক বদরুদ্দোজা চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন যুক্তফ্রন্ট গোড়ার দিকে জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের সঙ্গে থাকলেও পরে বিচ্ছেদ ঘটেছে। সাবেক রাষ্ট্রপতি এইচ এম এরশাদ আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোটে শরিক এবং সরকার-বিরোধী দলে একই সঙ্গে অবস্থান করলেও তাঁর নেতৃত্বে কয়েক ডজন ইসলামি দলের একটি জোটের কথা বেশ কয়েক মাস আগে সাড়ম্বরে ঘোষণা করা হয়। বর্তমানে কী অবস্থা জানা যাচ্ছে না। এছাড়া কয়েকটি ইসলামি দল মিলে একটি জোট গঠন করেছে, যা সরকারের ছায়ায় থাকার ঘোষণা দিয়েছে। বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টি (সিপিবি) ও বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের (বাসদ) নেতৃত্বে একটি বাম জোট গঠিত হয়েছে। এভাবে জোটের রাজনীতি যত পোক্ত হচ্ছে, ছোট ছোট দলগুলোর আনন্দ-উৎসবও বাড়ছে। কিন্তু সংশয়ের কারণটি হচ্ছে, নির্বাচনে জয়ের ভিত্তি সুদৃঢ় করার জন্য জোট যতো সম্প্রসারিত ও পুনর্গঠিত হচ্ছে, পাল্লা ভারি করার তৎপরতা চলছে, শংকা ততই বাড়ছে। জোটের নেতৃত্বে যিনি বা যারা রয়েছেন তাদের এ ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে।

নির্বাচনে ধর্মকে সুড়সুড়ি দিয়ে ঘোলা জলে মাছ শিকারের ঘটনা ঘটে। শীর্ষ নেতৃত্বের অগোচরে অনেক সময় 'ধর্মীয় বিদ্বেষপূর্ণ প্রচার' ঘটলেও হয়তো উচ্চ পর্যায় পর্যন্ত তা পৌঁছায় না, কিংবা এড়িয়ে যাওয়া হয়। এটা অত্যন্ত বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়ায়, যার পুরো প্রভাব পড়ে ভোটে। এ বিষয়গুলো অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে মোকাবেলা করতে হবে।

নির্বাচন কমিশন সাম্প্রদায়িক প্রচার-প্রকাশনার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে পারে। ২০০৮ সালের নির্বাচন ছাড়া অন্য কোন নির্বাচনে কমিশন সেভাবে ভূমিকা পালন করেনি। বারবার আবেদন জানিয়েও কাজ হয়নি। ২০০১ সালের নির্বাচনের পূর্বাপর যেভাবে সাম্প্রদায়িক উস্কানি ও হামলা চালানো হয় এবং নির্বাচন কমিশন নির্বিকার ভূমিকা পালন করে, তা ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের স্মৃতি থেকে এখনো মুছে যায়নি। প্রচার মাধ্যমে হামলা ও ধর্ষণের ঘটনা ছবিসহ প্রকাশিত ও প্রচারিত হওয়ার পরও বলা হয়েছে, ঘটনা সামান্য, বিচ্ছিন্ন। ব্যক্তিগত রেষারেষির ঘটনা, সাম্প্রদায়িক হামলা নয়। তখন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায়। বিভিন্ন স্থানে ধর্মীয় জাতিগত সংখ্যালঘুদের ভোট কেন্দ্রে যেতে দেওয়া হয়নি, হামলা চালিয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত করে ঘরে আটকে রাখা হয়েছে। অথচ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও নির্বাচন কমিশন বলেছে, ভোট সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হয়েছে। বাধা দেওয়ার কোনো ঘটনা ঘটেনি।

২০০১ সালে নির্বাচনের আগে প্রচারণার সময় বিএনপির এক শীর্ষ নেতা টেলিভিশনে এক অনুষ্ঠানে মুসলমান ও হিন্দু সম্প্রদায়ের পবিত্র ধর্মগ্রন্থকে সামনে এনেছিলেন এবং এক ধর্ম গ্রন্থের অনুসারীদের পক্ষে ভোট প্রার্থনা করেছিলেন। এটা নির্বাচন বিধি লংঘন করলেও কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। আজ দুঃস্বপ্নের কারণ দাঁড়ায়, যখন দেখা যায়, সেই নেতা আজ নতুন এক জোটে ভিড়তে যাচ্ছেন বলে প্রচার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে, যে জোট মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের রাজনীতিকে নেতৃত্ব দিচ্ছে। সেই নেতার মুখে এখন অবশ্য প্রচণ্ড জামায়াত বিরোধিতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে এবং গণতন্ত্রের জন্য তিনি অস্থির হয়ে উঠেছেন।

নির্বাচন ধীরে ধীরে উৎসবে পরিণত হচ্ছে; কিন্তু লক্ষ্য রাখতে হবে অন্ধকারের শক্তি যেন ভিত্তি না পায়। পৃষ্ঠা ৭

লক্ষ্য করুন

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের মাসিক মুখপত্র 'পরিষদ বার্তা' ২০১৩ সালের মে মাস থেকে বর্তমান আঙ্গিকে প্রকাশিত হচ্ছে। দেশের বিভিন্ন জেলায় তার কপি বিক্রয়ের জন্যে পাঠানো হচ্ছে। বিক্রয়লব্ধ অর্থ 'বিকাশ' একাউন্ট নম্বর-০১৭৫২-০৩৫৪৫৩ (কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মনীন্দ্র কুমার নাথ) যোগে যথাসময়ে পাঠানোর জন্যে জেলা সংগঠনসমূহের সংশ্লিষ্ট সভাপতি/সাধারণ সম্পাদককে অনুরোধ জানানো হচ্ছে। ইতিপূর্বে যে বিকাশ নম্বরে টাকা পাঠানো হতো এখন তাদের অনুরোধ করা হচ্ছে নতুন নম্বরটি ব্যবহার করার জন্য।

কেউ কেউ পত্রিকার কপি বাড়ানোর জন্য অনুরোধ করছেন। আমরা এই অনুরোধ রক্ষার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা চালাচ্ছি। তবে একই সঙ্গে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন যাতে মুল্য বকেয়া না থাকে।

এ ছাড়া বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের মাসিক মুখপত্র 'পরিষদ বার্তা'র ই-মেইল ঠিকানা **parishadbarta@gmail.com**-এ সব খবর, প্রবন্ধ-নিবন্ধ, মতামত, প্রেস বিজ্ঞপ্তি, অভিযোগ সম্বলিত চিঠিপত্র ও ছবি এই মেইলে পাঠানোর জন্য পরিষদের সকল জেলা উপজেলা শাখা, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও মানবাধিকার সংগঠনসমূহকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। কিন্তু লক্ষ্য করা যাচ্ছে এই ই-মেইলে ঐক্য পরিষদ, অঙ্গসংগঠন এবং সাম্প্রদায়িক হামলা ও নির্যাতন নিপীড়নের খবর ছাড়াও এলাকার সমস্ত রাজনৈতিক সংগঠন ও সামাজিক সংগঠনগুলোর খবরও পাঠানো হচ্ছে। এর ফলে প্রতিদিনই কয়েক'শ বার্তা এই ই-মেইলে জমা হয়, যেখান থেকে সংশ্লিষ্ট খবরটি বাছাই করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এই বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রাখার জন্য সবিনয়ে অনুরোধ জানাচ্ছি।

সম্পাদক, পরিষদ বার্তা

হামলার দুই বছর পরও বিচার হয়নি, সম্পত্তি ফিরে পায়নি সাঁওতালরা

[গাইবান্ধার সাঁওতাল পল্লীতে হামলার দু'বছর হবে আগামি ৬ নভেম্বর। এ উপলক্ষে বিশেষ প্রতিবেদন]

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে সাঁওতাল পল্লীতে হামলা, ভাঙচুর, লুটপাটের ঘটনার দুই বছর পার হতে চললেও এখনও সুষ্ঠু বিচার পাননি তারা। এমনকি ওই সময় দখল হওয়া সম্পত্তিও ফিরে পাননি সাঁওতালরা। হামলার পর থেকেই অস্থায়ী জায়গায় ঝুঁপড়ি ঘর বানিয়ে দুর্বিসহ দিন কাটাচ্ছে তারা। অনেকে জীবিকার তাগিদে অন্য স্থানে আশ্রয় নিয়েছেন। হামলার শিকার অনেকে বেঁচে আছেন শরীরে ক্ষত চিহ্ন নিয়ে। তাদের দাবি, দ্রুত এই হামলা মামলার বিচার শেষ করে বাপ-দাদার সম্পত্তি ফিরিয়ে দেওয়া।

২০১৬ সালের ৬ নভেম্বর রংপুর চিনিকলের সাহেবগঞ্জ খামারের জমিতে আখ কাটাকে কেন্দ্র করে সাঁওতালদের বসতিতে হামলা, ভাঙচুর ও লুটপাট চালানো হয়। পুড়িয়ে দেওয়া হয় কয়েকশ' বাড়িঘর। এসময় পুলিশ, চিনিকলের শ্রমিক-কর্মচারীদের সঙ্গে সাঁওতাল-বাঙালিদের সংঘর্ষে পুলিশসহ আহত হন অন্তত ৩০ জন। পুলিশের ছোড়া গুলিতে মারা যান শ্যামল, মঙ্গল ও রমেশ নামে তিন সাঁওতাল। ঘটনার দুই বছর পার হলেও সেদিনের কথা আজও ভুলতে পারেননি সাঁওতালরা।

সাঁওতালরা এখন যেভাবে আছেন

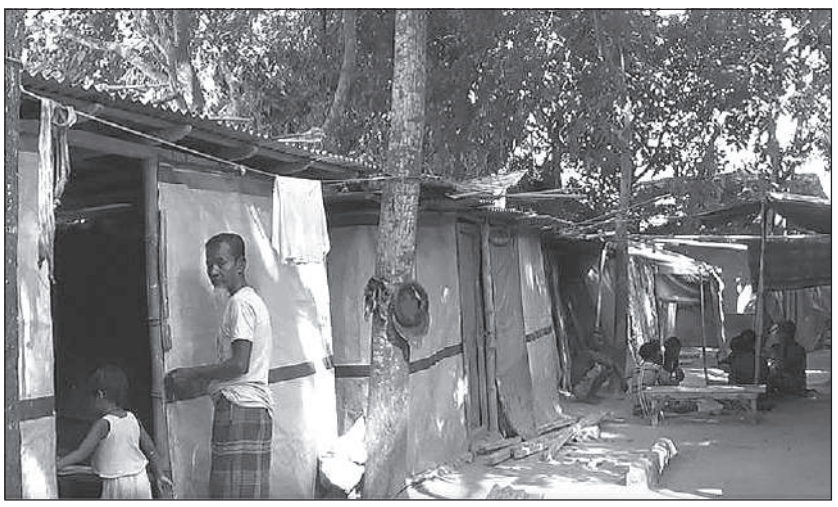

হামলা, অগ্নিসংযোগ ও হত্যাকান্ডের ঘটনায় সাঁওতালদের পক্ষে দু'টি এবং পুলিশ ও চিনিকল কর্তৃপক্ষ ৮টি মামলা করে গোবিন্দগঞ্জ থানায়। কিন্তু ঘটনার দুই বছরেও এসব মামলার একটিরও তদন্ত কাজ শেষ করতে পারেনি পুলিশ। এছাড়া মামলার ঘটনায় স্থানীয়দের সঙ্গে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা জড়িত থাকার প্রমাণ পায় বিচারিক তদন্ত কমিটি। কিন্তু হামলায় জড়িত আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের বদলি করা ছাড়া কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

সরেজমিনে মাদারপুর ও জয়পুরপাড়ায় গিয়ে দেখা যায়, সব হারিয়ে উচ্ছেদ হওয়া সাঁওতাল পরিবারগুলো মাদারপুর ও জয়পুরপাড়ার অন্যের জমিতে আশ্রয় নিয়ে বসবাস করছে। ছোট-ছোট টিনের ছাপড়া ও ত্রিপলের তাঁবুতেই বসবাস করছেন শতাধিক সাঁওতাল পরিবার। সেখানে গিয়ে কথা হয়, বসবাসরত সাঁওতালদের সঙ্গে। মাদারপুরে আশ্রয় নেওয়া সাঁওতাল রমিলা টুডু বলেন, বাপ-দাদার সম্পত্তি উদ্ধার আন্দোলনে নেমে সেই জমিতে ঘর তুলে বসবাস করছিলাম। স্বামী মারা যাওয়ার পর থেকে দুই মেয়েকে নিয়ে কষ্টে দিন কাটছিল। হঠাৎ হামলার ঘটনার সব হারিয়ে নিঃস্ব হতে হয়েছে। সেই ঘটনার দুই বছর পার হলেও এখন পর্যন্ত বিচার পাইনি। ফেরত পাইনি সম্পত্তি।

জয়পুরপাড়ার রাজ হেমব্রম বলেন, আগুনে সব হারিয়ে ঝুঁপড়ি ঘরে বসবাস করছি। এখনো খাবার কষ্টে দিন কাটে। তারপরেও সেই হামলার ঘটনা বুকে তাড়া করে। ঠিকভাবে হাট-বাজার করতে পারি না। নানা হুমকির মধ্যে থাকতে হচ্ছে। অথচ ঘটনার কোনও বিচার হলো না আজও । জমি ফেরত দেওয়ারও কোনও উদ্যোগ নেই প্রশাসনের।

হামলায় গুলিতে আহত চরেন সয়েন বলেন, হামলার সময় পুলিশের গুলিতে আহত হই। শরীরে গুলির ক্ষত এখনেও শুকায়নি। ঘরে খাবার জোটে না ঠিকভাবে, তারওপর ওষুধ কিনতে হয়। স্ত্রী-সন্তান নিয়ে দুই বছর ধরে অনেক কষ্টেই দিন কাটাতে হচ্ছে।

ত্রাণ কমিটির সভাপতি বার্নাবাস বলেন, ঘটনার পর সরকারি-বেসরকারিভাবে সহায়তা পেলেও এখন আমাদের কেউ খোঁজ নেয় না। কাজ না থাকায় কোনোরকম খেয়ে না খেয়ে দিনাতিপাত করতে হচ্ছে। তাছাড়া দুই বছর পার হলেও সুষ্ঠু বিচার কিংবা সম্পত্তি ফেরতের আশ্বাস ছাড়া বাস্তবায়ন হয়নি।

এদিকে, হামলা ও হত্যা ঘটনায় স্বপন মুরমু বাদী হয়ে গোবিন্দগঞ্জ থানায় একটি মামলা করেন। কিন্তু সেটি সাঁওতালদের পক্ষে নয় বলে অভিযোগ ওঠে। পরে ঘটনার ৪ সপ্তাহ পর থমাস হেমব্রম বাদী হয়ে স্থানীয় সংসদ সদস্য, ইউপি চেয়ারম্যান, মিলের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও তৎকালীন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাসহ ৩৩ জন নামীয় ও অজ্ঞাত ৫০০-৬০০ জনকে আসামি করে অভিযোগ দাখিল করেন। কিন্তু অভিযোগটি সাধারণ ডায়েরি হিসেবে গ্রহণ করে গোবিন্দগঞ্জ থানা পুলিশ। এছাড়া হামলা, ভাঙচুর ও সরকারি কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগে সাঁওতালদের বিরুদ্ধে পুলিশ ও চিনিকল কর্তৃপক্ষ বাদী হয়ে বিভিন্ন সময় আরও ৮টি মামলা দায়ের করে। স্বপন মরমু বাদী হয়ে যে মামলা করেছিল তারপর থেকে লাপাত্তা হন তিনি। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা চেষ্টা করেও তার খবর পায়নি।

মামলার বাদী থমাস হেমব্রন বলেন, হামলা, ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগের ঘটনায় নিঃস্ব অবস্থায় তারা জীবনযাপন করছেন। নিহত তিনজন ও আহতদের পরিবারগুলোর অবস্থাও করুণ। তিনি আরও বলেন, এ ঘটনায় দ্রুত তদন্ত কাজ শেষ করে, প্রকৃত অপরাধীদের গ্রেফতার, পুনর্বাসন ও ক্ষতিপূরণসহ দৃষ্টান্তমূলক বিচার করতে হবে। সাঁওতালদের ওপর হামলা, ভাঙচুর, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ ও হত্যাকান্ডের ঘটনায় দায়ের হওয়া মামলা উচ্চ আদালতের নির্দেশে তদন্তের দায়িত্ব পায় পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই)। এছাড়া উচ্চ আদালতের নির্দেশে বিচারিক তদন্ত কমিটি ঘটনা তদন্ত করে প্রতিবেদন জমা দিয়েছে।

এ বিষয়ে পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই) গাইবান্ধা ইউনিটের ইনচার্জ আব্দুল হাই সরকার বলেন, মামলার পর থেকে দুই বছরে ২৫ জন আসামিকে গ্রেফতার, লুটপাট মালামাল উদ্ধার, আলামত, ময়নাতদন্ত রিপোর্ট সংগ্রহ ছাড়াও ক্ষতিগ্রস্তসহ অনেকের সাক্ষ্যগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। গ্রেফতার আসামিদের মধ্যে এক আসামি আদালতে জবানবন্দি দিয়েছে। তবে নতুন করে তদন্ত কর্মকর্তা নির্ধারণ ও ফরেনসিক রিপোর্ট না পাওয়ায় তদন্ত শেষ করতে কিছুটা সময় লাগলেও চেষ্টা অব্যাহত আছে। দ্রুতই তদন্ত কার্যক্রম শেষ করে আদালতে চার্জশিট দাখিল করা হবে।

গোবিন্দগঞ্জ উপজেলা ত্রাণ ও দুর্যোগ পুনর্বাসন কর্মকর্তা (পিআইও) মো. জহিরুল ইসলাম বলেন, ঘটনার পর থেকেই উচ্ছেদ হওয়া সাঁওতালদের চাল, ডাল, শীতবস্ত্র, ঢেউটিন বিতরণ করা হয়। ভিজিডি, ভিজিএফ ও কর্মসৃজন প্রকল্পে তাদের কাজের সুযোগ দেওয়া হয়। এছাড়া বিভিন্ন গুচ্ছগ্রামে পুনর্বাসন ব্যবস্থা, নিহত আর আহতদের পরিবারকে বিভিন্ন সময় সাধ্যমতো সহায়তা করা হয়। বরাদ্দ পাওয়া গেলে আগামিতেও তাদের সহযোগিতা করা হবে।

সাঁওতাল পল্লীতে হামলার ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগ উঠে স্থানীয় সংসদ সদস্য অধ্যক্ষ আবুল কালাম আজাদের বিরুদ্ধেও। তবে অভিযোগ অস্বীকার করে তিনি বলেন, সবসময় সাঁওতালদের পাশে ছিলাম। আশ্রয়ণ প্রকল্পে পুনর্বাসনসহ বিভিন্নভাবে তাদের সহযোগিতা করা হয়েছে। রাজনৈতিক প্রতিহিংসায় আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ তোলা হয়।

গোবিন্দগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) একেএম মেহেদী হাসান বলেন, মাদারপুর ও জয়পুরপাড়ায় আশ্রয় নেওয়া সাঁওতালদের বিষয়ে পুলিশের সবসময় নজরদারি রয়েছে। এছাড়া ৬ নভেম্বর সাঁওতাল হত্যা দিবসকে ঘিরে শান্তিপূর্ণভাবে তাদের সভা-সমাবেশ সম্পন্ন করতেও পুলিশ টহলসহ নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে।

আগামি ৬ নভেম্বর দিনটিকে 'সাঁওতাল হত্যা দিবস' হিসেবে পালন করবেন স্থানীয় সাঁওতালরা। সাহেবগঞ্জ ভূমি উদ্ধার কমিটি দিনভর অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করেছে ওই দিন।

বি চি ন্তা

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও রাষ্ট্রীয় চার নীতি প্রতিষ্ঠায় এক হোন

পঙ্কজ ভট্টাচার্য

আসন্ন একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে সংশয়, অনিশ্চয়তা ও অস্থিরতা বাড়ছে– নির্বাচন হয়ে উঠেছে দুর্বোধ্য। যথাসময়ে নির্বাচন হবে কিনা সকলের অংশগ্রহণে নির্বাচন হবে কিনা, ২০১৪ এর নির্বাচনের পুনরাবৃত্তি হবে কিনা, জনগণের আকাঙ্খার প্রতিফলন নির্বাচনে ঘটবে কিনা প্রশ্নের সদুত্তর মেলা দুষ্কর। সর্বোপরি নির্বাচন উপলক্ষে সহিংসতার আশংকার কথা বিভিন্ন মহল থেকে বলা হচ্ছে। তদুপরি, নির্বাচন কমিশন অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ করার পরিবেশ সৃষ্টিতে সক্ষম হবে কিনা সন্দেহের কথা তো আছেই।

কেন এরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হলো তার কারণ খুঁজতে গেলে এক নজরে বলা চলে ৭৫ পরবর্তী সপরিবারে বঙ্গবন্ধু হত্যার মধ্য দিয়ে ৭২-এর সংবিধান থেকে দেশকে উচ্ছেদ, একাত্তরে পরাজিত পাকিস্তানি সাম্প্রদায়িক ধারায় পুনরায় পথযাত্রার সূচনার মধ্যে খুঁজতে হবে। একথাও অসত্য নয় যে, বাহাত্তরের সংবিধানের প্রতি আস্থাবান শক্তিগুলোর ব্যর্থতা এরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটায়।

পঁচাত্তরের এই পট পরিবর্তন যে রাজনীতির সূচনা ঘটায়- যে পশ্চাদধাবনের পথে হাঁটা শুরু হয় তা অনেকাংশে বহাল রাখেন শাসকগোষ্ঠিরা। অতীতের গৌরবমন্ডিত ভাষা আন্দোলন, শিক্ষা, সামরিক শাসন-বৈষম্য বঞ্চনা বিরোধী এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের সংগ্রামে অর্জিত সাফল্যজাত আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে পুনরায় পাকিস্তানি প্রতিক্রিয়ার ধারা আঁকড়ে থাকতে বাধ্য হচ্ছে।

এহেন সংকটকালে বাম প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী শক্তির ঐক্যবদ্ধ কার্যকর ভুমিকা পালনে অক্ষমতা প্রতিক্রিয়া মুখীনতাকে সুযোগ করে দেয়।

পরাজিত পাকিস্তানি আদর্শের পথে পথ চলার নেতৃত্ব দেন মোশতাক আহমেদ, তাহের উদ্দিন ঠাকুর গংরা; তাদের প্রদর্শিত পথে হাঁটেন জিয়াউর রহমান ও এরশাদ স্বৈরশাসকরা এবং ক্যান্টনমেন্ট থেকে জন্ম নেয়া বিএনপি। জিয়ার উক্তি 'রাজনীতি রাজনীতিবিদের জন্য অসম্ভব করে তোলার' প্রত্যয় নিয়ে দলছুট সুবিধাবাদীদের নিয়ে দল গঠন, জামায়াতে ইসলামি প্রভৃতি মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী শক্তিগুলোকে এবং বঙ্গবন্ধু হত্যাকারীদের পুনর্বাসন, সংবিধানের শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' প্রতিস্থাপন এবং ধর্মনিরপেক্ষতা উধাও করে 'রাষ্ট্র ধর্ম ইসলাম' স্থাপন, পরবর্তীতে ক্ষমতাসীন বিএনপি এ প্রক্রিয়ায় গতিবেগ আনে।

জিয়া-এরশাদের সুচতুর বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী উক্তরূপ পঞ্চদশ সংশোধনীর বদৌলতে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান, মওলানা ভাসানী, শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক, শহীদ সোহরাওয়ার্দী, অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমেদ, মনি সিংহ সহ জাতীয় নেতাদের গণসংগ্রামের সুফল আজ নস্যাতের পথে। বর্তমান সরকার শেখ হাসিনার নেতৃত্বে জামায়াতের শীর্ষ নেতাদের সহ যুদ্ধপরাধীদের প্রশংসনীয় বিচার ও বিচারের রায় কার্যকর করেছেন। বাস্তবায়ন করেছেন বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার ও বিচারের রায়টিও।

ইতিবাচক উন্নয়নমূলক কার্যকলাপে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, গড় আয় ও আয়ু বৃদ্ধি, স্বনির্ভরতার প্রতীক পদ্মা সেতু নির্মাণ সম্ভব হচ্ছে। এছাড়া তথ্য প্রযুক্তিসহ বহুমুখী সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। অথচ সরকার রাজনীতির ক্ষেত্রে দোদুল্যমানতার কারণে সাম্প্রদায়িক শক্তির সাথে আপোষের দিকে ঝুঁকছে। প্রধান বিরোধী দল বিএনপির জামায়াত নির্ভরতা, সরকার কর্তৃক জামায়াত নিষিদ্ধ না করার পাশাপাশি হেফাজতে ইসলামের দাবি অনুযায়ী পাঠ্যপুস্তকে ২৪টি সংযুক্তি ও ১৪টি বিযুক্তি কোমলমতি শিশুদের সাম্প্রদায়িক ভেদ-বিদ্বেষে বিপদগামী করে তোলার সুযোগ পেয়েছে, একই সাথে মাদ্রাসা শিক্ষাকে আধুনিক ও সার্বজনীন একমুখী শিক্ষার সাথে একীভূত না করে সর্বোচ্চ ডিগ্রী দানের পদক্ষেপে সাম্প্রদায়িক বাতাবরণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধের বৈষম্যহীন বাংলাদেশে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে প্রকট অশোভন ধন বৈষম্য। অন্যদিকে অতি ধনী পয়দার ক্ষেত্রে বিশ্বে বাংলাদেশের প্রথম স্থান অর্জন, দেশে শতকরা ১০ জনের ৩৮ ভাগ সম্পদের মালিক হয়ে– ওঠা, তিন লক্ষ কোটি ঋণ, লুটেরা কর্তৃক ঋণ লুট ও অধিকাংশ বিদেশে পাচার এবং বিচারহীনতা ব্যাংক খাতকে ক্রমিক রোগাক্রান্ত করেছে। অর্থনীতিকে করেছে অস্থির ও অস্থিতিশীল।

খালেদা জিয়া দুর্নীতির অভিযোগে দন্ডিত ও কারারুদ্ধ হওয়ার ঘটনা এবং তারেক জিয়া গ্রেনেড হামলা মামলায় দণ্ডিত ও পলাতক হওয়ার ঘটনা নিয়ে সরকারি দল ও প্রধান বিরোধী দলের মধ্যে বিরোধ ও বাহাস প্রধান দুটি দলের সম্পর্ক সর্ব নিম্নপর্যায়েও সংঘাত প্রবণ হয়ে উঠেছে। সরকারিভাবে বিরোধী পক্ষকে ব্যাপক দমন-পীড়ন-হামলা-অতীতের রেকর্ড ভঙ্গ করেছে। যা আসন্ন নির্বাচনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। কিছু দিন পূর্বে পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে দুটি প্রতীকি ছবি। একটিতে পুলিশ বিরোধী দলের এক কর্মীকে কণ্ঠ চেপে ধরেছে যা গণতন্ত্রের কষ্ট রোধের নামান্তর। অপর ছবিতে সরকারি দলের ছাত্র নামধারীদের তাণ্ডবে পণ্ড প্রায় সভায় মন্ত্রীপ্রবর হাত জোড় করে নিস্ফল অনুনয় করার ছবি প্রকাশিত হয়েছে যা গণতন্ত্রের সংকট, সংকোচন, সুশাসনের অভাব ইংগিত করে। এছাড়া সরকারি দলের ছাত্র-যুব-স্বেচ্ছাসেবক ইত্যাদি নামধারীদের দখলবাজী, লুটপাট, চাঁদাবাজী, মাদকব্যবসায়ে সংশ্লিষ্টতা ইত্যাদির পাশাপাশি নিজেদের মধ্যে হানাহানি জনমনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে অহরহ– সৃষ্টি হচ্ছে ভীতিপ্রদ পরিবেশ। এই পরিস্থিতিতে সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনী পরিবেশ সৃষ্টিতে সরকার ও নির্বাচন কমিশন যে অসমর্থ হবেন তা বোধগম্য।

এদেশের শিক্ষাব্যবস্থার মহাগলদ উন্মোচিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত। যে শিক্ষাব্যবস্থা ছিল ক্লাসভিত্তিক তা হয়ে উঠেছে গাইড-নির্ভর, পরীক্ষা-ভিত্তিক ও ফলাফল নির্ভর। পাঠ্যপুস্তকে হেফাজতিকরণ ঘটনা ঘটেছে– অথচ সমগ্র পাকিস্তান আমলে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ-বিভক্তির শত চেষ্টা পরাস্ত করেছিল ২১ দফা, ৬ দফা, ১১ দফার রক্তবঞ্চিত ছাত্র-গণ-আন্দোলন।

মাদকের অপ্রতিরোধ্য মরণ ছোবলে যুবসমাজ সহ ভবিষ্যত বাংলাদেশ বিপন্ন হয়ে উঠেছে। বাৎসরিক ৬ কোটি মাদক ব্যবসায়ে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী ও প্রশাসনের একাংশ, ক্ষমতাসীন দলের ক্ষমতাবান জনপ্রতিনিধিও যুক্ত থাকছেন– তারা হয়ে উঠছেন অধরা।

> ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু সমতল ও পাহাড়ের আদিবাসীরা নির্বিচার অত্যাচার পীড়ন, হামলা-হুমকি উচ্ছেদ ও বিতাড়নের শিকার হচ্ছে নিত্যদিন, অত্যাচারীরা অনেকাংশে বিচারহীনতার প্রণোদনা পাচ্ছে, এক ধরনের দায়মুক্তিভোগ করছে যা নির্বাচনী বছরে বিশেষ উদ্বেগের ও আতঙ্কের কারণ হয়ে উঠতে পারে। এই জনগোষ্ঠীর মধ্যে নাসিরনগর, গোবিন্দগঞ্জ, গঙ্গাছড়া ও লংগদু ঘটনার ক্ষত এখনও শুকায়নি, দুষ্কৃতিকারীরা শাস্তি পায়নি, পুনর্বাসিত হয়নি ক্ষতিগ্রস্তরা। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির মৌলিক বিষয়াদি বিশ বছরেও বাস্তবায়ন হয়নি, হওয়ার লক্ষণও ক্ষীণ। সমতলের আদিবাসিরা ভূমি সুরক্ষায় পৃথক ভূমি কমিশনের প্রতিশ্রুতি পালিত না হওয়ায় এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘু ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের উপর বর্বর অর্পিত (শত্রু) সম্পত্তির খড়গাঘাত দূর করে অংশীদারী অধিকার প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় জনগোষ্ঠীর একাংশ মানবিক ও মৌলিক সাংবিধানিক অধিকার-বঞ্চিত থেকে যাচ্ছে।

জনজীবনে বিদ্যুৎ-জ্বালানী তেলের মূল্যবৃদ্ধি, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, সর্বস্তরে ঘুষ দুর্নীতির ব্যাপকতা, পরিবেশ দুষণ, কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য না পাওয়া নাভিশ্বাস তুলেছে কৃষকসহ জনজীবনে। নিরাপত্তা বাহিনী ও ইপিজেড-এর প্রয়োজনে সর্বোপরি ভূমিদস্যুতার কারণে তিন ফসলী জমির শতকরা একভাগ কৃষি জমি প্রতিবছর কৃষকের হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার রেওয়াজ অচিরে বন্ধ না হলে তা হবে খাদ্য নিরাপত্তার জন্য অশনি সংকেত। যে কৃষক জাতিকে দেয় খাদ্য নিরাপত্তা ও মূল্যবান বৈদেশিক মূদ্রা, যে পোশাক শ্রমিক বিশেষত নারী শ্রমিক রক্ত ঘাম ঢেলে অর্জন করে বিপুল বৈদেশিক মূদ্রা, যে প্রবাসী শ্রমিক বাহিনী বিদেশ থেকে রক্ত জল করা অর্থে সিংহভাগ বৈদেশিক মূদ্রার জাতীয় ভান্ডার গড়ে তোলে তাদের প্রতি রাষ্ট্র-সরকার এখনও উদার ও দায়বদ্ধ হতে পারেনি। যারা দেশকে সম্পদ এনে দেয় তারা হচ্ছেন সম্পদহীন কপর্দকহীন । যারা দেশ বাঁচায় তাদের বাঁচাতে রাষ্ট্র-সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে।

ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু সমতল ও পাহাড়ের আদিবাসীরা নির্বিচার অত্যাচার পীড়ন, হামলা-হুমকি উচ্ছেদ ও বিতাড়নের শিকার হচ্ছে নিত্যদিন, অত্যাচারীরা অনেকাংশে বিচারহীনতার প্রণোদনা পাচ্ছে, এক ধরনের দায়মুক্তিভোগ করছে যা নির্বাচনী বছরে বিশেষ উদ্বেগের ও আতঙ্কের কারণ হয়ে উঠতে পারে। এই জনগোষ্ঠীর মধ্যে নাসিরনগর, গোবিন্দগঞ্জ, গঙ্গাছড়া ও লংগদু ঘটনার ক্ষত এখনও শুকায়নি, দুষ্কৃতিকারীরা শাস্তি পায়নি, পুনর্বাসিত হয়নি ক্ষতিগ্রস্তরা। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির মৌলিক বিষয়াদি বিশ বছরেও বাস্তবায়ন হয়নি, হওয়ার লক্ষণও ক্ষীণ। সমতলের আদিবাসিরা ভূমি সুরক্ষায় পৃথক ভূমি কমিশনের প্রতিক্রুতি পালিত না হওয়ায় এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘু ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের ওপর বর্বর অর্পিত (শত্রু) সম্পত্তির খড়গাঘাত দূর করে অংশীদারী অধিকার প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় জনগোষ্ঠীর একাংশ মানবিক ও মৌলিক সাংবিধানিক অধিকার-বঞ্চিত থেকে যাচ্ছে। সর্বোপরি অর্পিত সম্পত্তির সরকারিভুক্ত অংশটি আমলাদের মধ্যে উপঢৌকন হিসাবে প্রদানের আইনসিদ্ধ করার উদ্যোগটি হবে অনৈতিক, অসাংবিধানিক ও বর্ণবাদতুল্য।

মত, মতান্তর ও ভিন্নমত ছাড়া গণতন্ত্রের অনুশীলন অসম্ভব ও অবাস্তব। সাংবাদিক চিন্তক-ভাবুক নাগরিক সমাজ ও রাজনীতিকদের মতামত উপেক্ষা করে ডিজিটাল আইন সংসদে পাশ করা হয়েছে তড়িঘড়ি করে। সংবিধানের পরিপন্থী মুক্ত চিন্তা ও মুক্ত বুদ্ধির উপর আক্রমণ। বিশেষতঃ ৪৩ ধারায় বিনা গ্রেফতারী পরোয়ানায় গ্রেফতার, তল্লাশী, জব্দ করার পুলিশকে ক্ষমতাদানে কার্যত: ব্যাপক অপব্যবহার শুরু হয়েছে। এটি কালাকানুনে পরিণত হওয়ার শঙ্কা বেড়েছে।

জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট নিয়ে বির্তক থাকতে পারে কিন্তু গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় ইতিবাচক ভূমিকা পালনের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তাকে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি ধরে রাখতে পারলে দেশের জন্য উপকার হতো। সিপিবিসহ ৮ দলের বামপন্থী ঐক্যজোট ইতিবাচক ভূমিকা পালন করুক প্রত্যাশা করি।

রোহিঙ্গা সংকট আরেকটি জ্বলন্ত উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠেছে। মানবিকতার কারণে মায়ানমার থেকে অত্যাচারিত ও বিতাড়িত বিপুল রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে আশ্রয় খাদ্য ও চিকিৎসা দিতে হিমশিম খাচ্ছে বাংলাদেশ। দীর্ঘদিন এই শরণার্থীর চাপ বাংলাদেশের অর্থনীতি বহন করতে পারে না, এতে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও প্রতিরক্ষাজনিত ঝুঁকি বাড়তে পারে। এদের মধ্যে প্রায় আড়াই লক্ষ রোহিঙ্গা বাংলাদেশী পাসপোর্ট সংগ্রহ করে বিদেশে গিয়ে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করছে। স্বল্প সময়ের মধ্যে ফলপ্রসু বহুমাত্রিক উদ্যোগ, জাতিসংঘে এবং বিশ্ব ফোরামে চাপ সৃষ্টি করে রোহিঙ্গাদের তাদের দেশে পুনর্বাসনের স্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের কোন বিকল্প থাকতে পারে না। অন্যথায় বিপদ ডেকে আনার কুফল ভোগ করতে হবে বাংলাদেশকে।

আসন্ন নির্বাচনের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টিতে সরকার ও নির্বাচন কমিশনকে কার্যকর পদক্ষেপ ও গণতান্ত্রিক পরিসর বাড়াতে আন্তরিক বলিষ্ঠ উদ্যোগ নিতে হবে। অংশগ্রহণমূলক এই নির্বাচনে আইন শৃংখলা বাহিনী তথা সরকারের কোনরূপ শৈথিল্য কাম্য নয়, কাম্য নয় কোনরূপ বৈষম্যমূলক ও কর্তৃত্ববাদী আচরণ। নির্বাচন কমিশনকে দৃঢ়তা ও দক্ষতার সাথে নিরপেক্ষ রেফারির ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে। নির্বাচনী সিডিউলের সাথে জাতীয় সংসদ বাতিলও জরুরি। নির্বাচন নিয়ে অতীতের পুনরাবৃত্তি কাম্য নয় যা গণতন্ত্রের জন্য মহাবিপদ হয়ে উঠতে পারে যাতে লাভবান হবে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীপক্ষ এবং অসাংবিধানিক শক্তি। সকল মুক্তিযুদ্ধের অনুসারী গণতান্ত্রিক-প্রগতিশীল শক্তির মধ্যে অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের এক জাতীয় মতৈক্য অপরিহার্য। সর্বোপরি, সংবিধান বর্ণিত 'ক্ষমতার মালিক জনগণকে' নির্বাচন তথা গণতন্ত্রের মূখ্য কুশীলবে পরিণত ও ক্ষমতাবান করতে অবিচল থাকতে হবে নির্বাচন কমিশন ও সরকারকে, অন্যথায় জাতি নিক্ষিপ্ত হবে 'গণহীন গণতন্ত্র' তথা 'দলতন্ত্রের' কর্তৃত্ব-পরায়ণ নিগড়ে, যা নির্বাচন ও গণতন্ত্রকে অর্থহীন করে তুলতে পারে। অংশগ্রহণমুলক সুষ্ঠু নির্বাচনের দাবির পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় প্রকৃত বিশ্বাসীদের রাষ্ট্রীয় ৪ নীতির ভিত্তিতে অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশ পুনঃপ্রতিষ্ঠার ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম জারী রাখতে হবে। এ সংগ্রাম থেকে পিছু হটা যাবে না।

অংশগ্রহণমূলক অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের আন্দোলন শেষ পর্যন্ত অব্যাহত রাখতে হবে, প্রয়োজনে নির্বাচনকে আন্দোলন হিসেবে গ্রহণ করে রাষ্ট্রে জনগণের মালিকানা প্রয়োগের অধিকার প্রতিষ্ঠার পথ বেছে নিতে হতে পারে। বিনা চ্যালেঞ্জে 'একতরফা নির্বাচন' হতে দেওয়া যাবে না। ন্যাপের সকল অংশকে তৃণমূলে ঐক্যবদ্ধ এবং ঐতিহ্যগত মিত্র সিপিবি-র সাথে সমঝোতা করে গণমানুষের প্রার্থীদের নিয়ে উক্ত নির্বাচনী যুদ্ধ পরিচালনা করতে হবে। ১৪ দলীয় ঐক্য জোট আগ্রহী হলে আসন সমঝোতার পথ বেছে নিতে পারে ঐক্য ন্যাপ।

এক কথায় একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় ৭২ সনের সংবিধানের চার নীতি পুনপ্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার নিয়ে সংশ্লিষ্ট মুক্তিযুদ্ধের সকল বাম প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন অবাধ ও সুষ্ট নির্বাচনী অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অংশগ্রহণের আহ্বান জানাই।

[লেখক : সভাপতি, ঐক্য ন্যাপ ও সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য, বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ]

জাতীয় ঐক্যমত্যের ৭ দফা দাবিনামা

১. ক্ষমতায়ন ও প্রতিনিধিত্বশীলতা

(ক) জাতীয় সংসদে ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর যথাযথ অংশীদারিত্ব ও প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার লক্ষে যুক্ত নির্বাচনের (সার্বজনীন ভোটের) ভিত্তিতে ২০% হারে (৭০-র জনসংখ্যা অনুসারে) ৬০টি আসন সংরক্ষণ করতে হবে। জনপ্রতিনিধিত্বশীল সকল সংস্থায়ও অনুরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

(খ) সাংবিধানিক পদসহ প্রশাসনিক কাঠামোর সর্বস্তরে, পররাষ্ট্র, পুলিশ ও প্রতিরক্ষা বাহিনীসহ সরকারি চাকরির সকল স্তরে ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু ও আদিবাসীদের ন্যূনতম ২০% পদায়ন সুনিশ্চিত করতে হবে।

(গ) ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে হবে এবং এ লক্ষে দেশের সব রাজনৈতিক দলের তৃণমূল থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত প্রতিটি সাংগঠনিক কমিটির নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে অন্যূন ২০% হারে সংখ্যালঘু-আদিবাসীর অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করতে হবে।

২. সাংবিধানিক বৈষম্য বিলোপকরণ

(ক) রাষ্ট্রীয় অন্যতম মূলনীতি 'ধর্মনিরপেক্ষতা' সম্পর্কীয় সংবিধানের ১২ নম্বর অনুচ্ছেদের সাথে সাংঘর্ষিক ২ক অনুচ্ছেদের বিলোপ করে ১৯৭২ সালের সাংবিধানের মৌল আদলে রাষ্ট্র ও রাজনীতিতে ধর্মনিরপেক্ষ নীতির যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।

(খ) আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ন্যায্য অধিকারের ও পরিচয়ের স্বীকৃতি দিতে হবে।

(গ) ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু এবং আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সাংবিধানিক রক্ষাকবচ (ঈড়হংঃরঃঃরড়হধষ ঝধভবমঁধৎফ) সম্বলিত অনুচ্ছেদ সংবিধানে সংযোজন করতে হবে।

৩. সমঅধিকার ও সমমর্যাদা

(ক) ধর্মীয় জাতিগত সংখ্যালঘু ও সমতলের আদিবাসীদের কল্যাণে ও উন্নয়নে সংখ্যালঘু মন্ত্রণালয় গঠন করতে হবে।

(খ) ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন ও কল্যাণে জাতীয় রাজস্ব বাজেট থেকে বার্ষিক বরাদ্দ প্রদান করে বিদ্যমান কল্যাণ ট্রাস্টসমূহকে ফাউন্ডেশনে রূপান্তরিত করতে হবে এবং অনুরূপভাবে আদিবাসীদের জন্যও পৃথক ফাউন্ডেশন গঠন করতে হবে।

(গ) ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু ও আদিবাসীদের মানবাধিকার সুরক্ষায় জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন গঠন করতে হবে।

(ঘ) সংসদ অধিবেশন, মন্ত্রীপরিষদের শপথ গ্রহণসহ রাষ্ট্রীয় সকল কর্মসূচি শুরুর পূর্বে সকল ধর্মগ্রন্থ থেকে পাঠের ব্যবস্থা করতে হবে।

(ঙ) '৪৭ থেকে এ পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে দেশের সংখ্যালঘু-আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ক্রমবর্ধমানহারে হ্রাসের কারণ নির্ণয়নে ও তা রোধে সুপারিশ প্রদানের নিমিত্তে সংসদীয় কমিশন গঠন করতে হবে।

(চ) আদিবাসী ককাসের অনুরূপ ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘুবিষয়ক সংসদীয় ককাস গঠনে উদ্যোগ নিতে হবে।

(ছ) সকল ধর্ম ও সম্প্রদায়ের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি রাষ্ট্রীয়ভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।

৪. স্বার্থবান্ধব আইন বাস্তবায়ন ও প্রণয়ন

(ক) পার্বত্য শান্তিচুক্তির দ্রুত বাস্তবায়নসহ এ চুক্তির আলোকে পার্বত্য ভূমি কমিশন আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধনী এনে অনতিবিলম্বে তা কার্যকর করতে হবে।

(খ) সমতলের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ভূমি সমস্যার নিশ্চিত সমাধানের নিমিত্তে পৃথক ভূমি কমিশন গঠন করে তাদের ভূমির অধিকার সুনিশ্চিত করতে হবে।

(গ) ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু স্বার্থবান্ধব অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন, দানের ঘোষণা সম্বলিত নিবন্ধন আইন ও হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইনের দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে।

(ঘ) দেবোত্তর সম্পত্তি আইন প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়ন করতে হবে।

(ঙ) অধিকতর অনগ্রসর জনগোষ্ঠী হরিজন, দলিত, ঋষি সম্প্রদায় এবং অবহেলিত চা-শ্রমিকদের পেশা ও ভূমির অধিকারসহ তথা সামগ্রিক কল্যাণে সকল প্রকারের সামাজিক বৈষম্য নিরসনে বিশেষ আইন প্রণয়নসহ নানাবিধ কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে ও অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে। একই সাথে শিক্ষিত হরিজন, দলিত, ঋষি জনগোষ্ঠীর শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুযায়ী চাকরি কোটার মাধ্যমে নিয়োগের নিমিত্তে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের জারিকৃত প্রজ্ঞাপন অনতিবিলম্বে বাস্তবায়ন করতে হবে।

৫. শিক্ষা ব্যবস্থার বৈষম্য নিরসন

(ক) জাতীয় স্কুল টেক্সট বুক বোর্ড প্রণীত ও অনুমোদিত পাঠ্যপুস্তকে দেশের সকল ধর্ম ও জাতিসত্বার সমমর্যাদার প্রতিফলন ঘটাতে হবে।

(খ) দেশের সকল বিদ্যালয়ে ইসলাম ধর্মশিক্ষার পাশাপাশি হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টানসহ অপরাপর ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ধর্মজ্ঞ শিক্ষক নিয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। সকল পর্যায়ের ধর্মশিক্ষকের ক্ষেত্রে বেতন বৈষম্যের অবসান করতে হবে। রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে, অনুদানে ও পরিচালনায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সকল ধর্মের ধর্মীয় শিক্ষায়তন চালু করতে হবে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ধর্মশিক্ষার বিদ্যমান শিক্ষায়তনগুলোকে আধুনিক ও যুগোপযোগী করতে হবে।

৬. দায়মুক্তির সংস্কৃতি থেকে উত্তরণ

(ক) ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু ও আদিবাসীদের ওপর হামলার ক্ষেত্রে দায়মুক্তির সংস্কৃতির অবসান ঘটাতে হবে এবং তাদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিতকরণের লক্ষে সংখ্যালঘু সুরক্ষা আইন প্রণয়ন করতে হবে।

(খ) সংখ্যালঘু সুরক্ষাজনিত আইন প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত দ্রুত বিচার আইন ও সন্ত্রাস দমন আইনে শাস্তির বিধান বাড়িয়ে সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসীদের দ্রুততম সময়ে শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। প্রয়োজনে বিশেষ ক্ষমতা আইন প্রয়োগ সুনিশ্চিত করতে হবে।

(গ) ২০০১ সালের নির্বাচনের পূর্বাপর সময়ে সংঘটিত সাম্প্রদায়িক সহিংস ঘটনাবলীর বিষয়ে গঠিত সাহাবুদ্দিন কমিশন রিপোর্টের সুপারিশমালার যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।

(ঘ) সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসরোধে এলাকার জনপ্রতিনিধিদের, প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে।

৭. মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মান্ধতা, সন্ত্রাসমুক্ত বাংলাদেশ

যে কোনো ধরনের সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মান্ধতা, বর্ণবৈষম্য ও সন্ত্রাসী কার্যকলাপ রোধে রাষ্ট্রকেই দায়িত্ব নিতে হবে এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বিষয়টিকে সুনিশ্চিত করতে হবে।

যথাযথ ক্ষমতায়ন ও অংশীদারিত্ব নিশ্চিতকরণসহ উল্লেখিত দাবিসমূহ বাস্তবায়ন করা না হলে ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু ও আদিবাসী জনগোষ্ঠী ভবিষ্যতে ভিন্ন চিন্তা করতে বাধ্য হবে, যা কারও কাছে কাম্য নয়।

৫ দফা

১. কোনো রাজনৈতিক দল বা জোট আগামী সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে এমন কাউকে মনোনয়ন দেবেন না যারা অতীতে বা বর্তমানে জনপ্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত হয়ে বা রাজনৈতিক নেতৃত্বে থেকে সংখ্যালঘু নির্যাতনকারী, স্বার্থবিরোধী কোনো প্রকার কর্মকাণ্ডে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে জড়িত ছিলেন বা আছেন। এমন কাউকে নির্বাচনে প্রার্থী দেয়া হলে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী সে সব নির্বাচনী এলাকায় তাদের ভোটদানে বিরত থাকবে বা ভোট বর্জন করবে।

২. যে রাজনৈতিক দল বা জোট তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে প্রাণের দাবি ঐতিহাসিক ৭-দফার পক্ষে নির্বাচনী অঙ্গীকার ঘোষণা করবে এবং সংখ্যালঘুদের স্বার্থ ও অধিকার নিশ্চিতকরণে সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করবে সে দল বা জোটের প্রতি সংখ্যালঘুদের পূর্ণ সমর্থন থাকবে।

৩. আদিবাসীদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিতকরণসহ জনসংখ্যার আনুপাতিক হারে সংসদে ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘুদের আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিতকরণে রাজনেতিক দল ও জোটসমূহকে দায়িত্ব নিতে হবে।

৪. নির্বাচনের পূর্বাপর ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। নির্বাচনে ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতার ব্যবহার, মন্দির-মসজিদ-গির্জা-প্যাগোডাসহ ধর্মীয় সকল উপাসনালয়কে নির্বাচনী কর্মকাণ্ডে ব্যবহার, নির্বাচনী সভাসমূহে ধর্মীয় বিদ্বেষমূলক বক্তব্য প্রদান বা কোনোরূপ প্রচার নিষিদ্ধকরণের পাশাপাশি তা ভঙ্গের দায়ে সরাসরি প্রার্থীর প্রার্থিতা বাতিলসহ অন্যূন তাকে এক বছরের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ডের বিধান রেখে নির্বাচন কমিশনকে নির্বাচনী আইনের যুগোপযোগী সংস্কার করতে হবে।

৫. নির্বাচনের পূর্বেই সরকারকে সংখ্যালঘু মন্ত্রণালয় ও জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন গঠন, সংখ্যালঘু সুরক্ষা আইন প্রণয়ন, অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পন আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন, সমতলের আদিবাসীদের জন্য ভূমি কমিশন গঠন, বর্ণবৈষম্য বিলোপ আইন প্রণয়ন এবং পার্বত্য ভূমিবিরোধ নিস্পত্তি কমিশন আইনের বাস্তবায়নসহ পার্বত্য শান্তিচুক্তি পূর্ণ বাস্তবায়নে রোডম্যাপ ঘোষণা করতে হবে।

পটুয়াখালীর লাউকাঠি ঐক্য পরিষদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত

॥ পটুয়াখালী প্রতিনিধি ॥

আসন্ন জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব রক্ষার পাঁচ দফা দাবিতে গত ৫ অক্টোবর শুক্রবার বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ, পটুয়াখালী সদর উপজেলার লাউকাঠি ইউনিয়ন শাখার ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন স্থানীয় হরিসেবা মন্দির চত্বরে গান্ধীলাল দাসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ, পটুয়াখালী জেলা শাখার সভাপতিমন্ডলির সদস্য শুভাশীষ মুখার্জী, প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ঐক্য পরিষদ পটুয়াখালী জেলা শাখার সভাপতিমন্ডলির সদস্য ডাঃ জগন্নাথ পাল, সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঐক্য পরিষদ পটুয়াখালী জেলা শাখার সভাপতিমন্ডলির সদস্য তপন কর্মকার, সাধারণ সম্পাদক উত্তম কুমার দাস। সম্মেলন উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ লাউকাঠি ইউনিয়ন শাখার সভাপতি এ্যাড. আশীষ চক্রবর্তী।

সম্মেলনে প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, আসন্ন জাতীয় নির্বাচনের পূর্বেই ঐক্য পরিষদের ৫ দফা দাবি মানতে হবে। এই ৫ দফার মধ্য দিয়ে ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের বক্তব্য প্রতিফলিত হয়েছে। এর ভিত্তিতেই নির্বাচনে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী অংশগ্রহণ করবে। অন্যান্য বক্তারা বলেন, এবারের নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সংখ্যালঘুরা তাদের মিত্র চিনতে ভুল করবে না।

সম্মেলনে জেলা উপজেলা ও ইউনিয়ন শাখার নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে কাউন্সিলরদের সর্বসম্মতিতে গান্ধীলাল দাসকে সভাপতি, বিপ্লব কুমার দাসকে সাধারণ সম্পাদক ও রতন সরকারকে সাংগঠনিক সম্পাদক করে ৬১ সদস্য বিশিষ্ট লাউকাঠি ইউনিয়ন কমিটি গঠন করা হয়।

নবাবগঞ্জে আদিবাসী প্রতিবন্ধী নারী ধর্ষণ মামলার আসামীকে গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি

॥ রতন সিং দিনাজপুর থেকে ॥

আদিবাসী প্রতিবন্ধী নারী ধর্ষণ মামলার আসামীকে গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমুলক শাস্তির দাবি জানানো হয়েছে সংবাদ সম্মেলনে।

গত ১০ অক্টোবর বুধবার দিনাজপুর প্রেসক্লাব মিলনায়তনে বিশ্বনাথ মার্ডিও সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে অভিযোগ করেন, গত ২০ আগস্ট দিনাজপুরের নবাবগঞ্জ থানার দামুদারপুর গ্রামে মো: জামান মিয়ার আম বাগানে এক প্রতিবন্ধী নারীকে ধর্ষণ করেছে একই গ্রামের মৃত আব্দুল্লাহ'র পুত্র মো: নবানু (৫৫)। এ সময় ধর্ষণের শিকার নারীর চিৎকারে প্রতিবন্ধী নারীর ভাই ও আশেপাশের লোকজন ছুটে এলে ধর্ষণকারী পালিয়ে যায়। পরে স্থানীয়রা ধর্ষিতাকে উদ্ধার করে ফুলবাড়ি থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন।

এ ব্যাপারে ধর্ষিতার আত্মীয়স্বজনেরা স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যানের নিকট বিচার চাইলে ঘটনার তদন্ত করে চেয়ারম্যান সত্যতা সাপেক্ষে মামলা করার পরামর্শ দেন। চেয়ারম্যানের মতামতের ভিত্তিতে গত ২৮ আগস্ট ২০১৮ দামুদারপুর গ্রামের মৃত আব্দুল্লাহ'র পুত্র নবানুকে আসামী করে নবাবগঞ্জ থানায় মামলা করা হয়েছে যার নং ৩৫২/১৮ জিআর। মামলার পর শুধুমাত্র একদিন পুলিশ ঘটনাস্থলে গেলেও পরবর্তীতে গত প্রায় ২ মাসে অজ্ঞাত কারণে নবাবগঞ্জ থানা পুলিশ বিষয়টি এড়িয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে।

ধর্ষণ মামলার বাদী বিশ্বনাথ মার্ডি সাংবাদিকদের বলেন, পুলিশের কাছে মামলার ব্যাপারে বারংবার জানতে চাইলেও পুলিশের পক্ষে বলা হচ্ছে আসামী গ্রেফতারে চেষ্টা চলছে। অথচ আসামী প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়ালেও পুলিশ তা দেখতে পাচ্ছে না। পুলিশের ইচ্ছেকৃত কালক্ষেপণের সুযোগে আসামী নবানু'র লোকজন মামলাটি ভিন্নখাতে প্রবাহের চেষ্টাসহ বাদীকে মামলা প্রত্যাহারের জন্যে নানান ভাবে চাপ দিচ্ছে। তিনি বলেন,আমরা স্থানীয় এমপি'র সাথে দেখা করে বিষয়টি জানিয়েছি কিন্তু তার পক্ষ হতেও কোন পদক্ষেপ দেখতে পাচ্ছি না।

তারা বলেন, অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল এবং অসহায় বলেই আমাদের পাশে কেউ এগিয়ে আসছে না, আমরা এঘটনার জন্যে দায়ী ধর্ষক নবানু'র দ্রুত গ্রেফতার এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করছি। সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন সুনীল মূর্মূ, মাইকেল মূর্মূ ও উকিল হেমব্রম।

বিভিন্ন স্থানে মন্দিরে হামলা, দুর্গা প্রতিমা ভাঙচুর

শেষ পৃষ্ঠার পর

পিরোজপুর

ছবি পরিষদ বার্তা

সাতক্ষীরায় পূজামণ্ডপের সামনে বোমা বিস্ফোরণ

।। সাতক্ষীরা প্রতিনিধি ।।

গত ১৪ অক্টোবর, সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলায় একটি পূজা মণ্ডপের সামনে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। ঘটনাস্থল থেকে চারটি তাজা হাতবোমা উদ্ধার করেছে পুলিশ। রাত সাড়ে ১১টার দিকে উপজেলার মুন্সীগঞ্জ ইউনিয়নের হবিনগর বাজার পূজা মণ্ডপের সামনে এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়রা জানান, রাতে সবাই কাজ শেষ করে বাড়ি গেলে বাজার জনশূন্য হয়ে পড়ে। এমন সময় হঠাৎ বিকট আওয়াজে একটি বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। তাৎক্ষণিক ভাবে এলাকাবাসী এগিয়ে এলে দুর্বৃত্তরা চারটি তাজা বোমা ফেলে পালিয়ে যায়। পরে পুলিশ এসে ঘটনাস্থল থেকে বোমা চারটি উদ্ধার করে। এই খবর পেয়ে সাতক্ষীরা-৪ আসনের সংসদ সদস্য স ম জগলুল হায়দার ও শ্যামনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ইলিয়াস হোসেন, পুলিশ পরিদর্শক আনিছুর রহমান মোল্লা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

রাধাকৃষ্ণ মন্দিরে লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ

॥ সাতক্ষীরা প্রতিনিধি ॥

১ অক্টোবর রাতে কিছু দুর্বৃত্তরা ঝাউডাংগা রাধাকৃষ্ণ মন্দিরে লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করে পুড়িয়ে দিয়েছে প্রতিমা। সকালে মন্দির এর সেবায়েত রঞ্জন পাল পূজা দিতে এসে দেখেন মন্দির এর তালা ভাংগা এবং মন্দির ভিতরে ৪টি প্রতিমা আগুনে পুড়ে গেছে। তখন তিনি সাথে সাথে মন্দির কমিটি ও এলাকাবাসীকে সংবাদ দিলে সবাই ছুটে আসে দেখতে। এলাকাবাসীর ধারণা এলাকার হিন্দু সম্প্রদায়ের মাঝে আতংক সৃষ্টির জন্য দুর্বৃত্তরা এমন কাজ করছে।

সকালে সংবাদ পেয়ে সদর থানার ওসি মোস্তাফিজুর রহমান সদর সাকেল এএসপি মেরিনা আক্তার, সদর উপজেলা চেয়ারম্যান আসাদুজ্জামান বাবু, সদর আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক গণেশ মণ্ডল, বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের নেতা ও শারদাঞ্জলি ফেরাম সাতক্ষীরা জেলা কমিটির আহ্বায়ক রবীন্দ্রনাথ, প্রধান সচিব প্রশান্ত অধিকারী, ঘটনাস্থলে আসেন।

সাতক্ষীরা

খুলনার খালিশপুর

পিরোজপুরে কালী মন্দির ভাংচুর

॥ পিরোজপুর প্রতিনিধি ॥

পিরোজপুর সদর উপজেলার পাঁচপাড়া বাজারে পাঁচপাড়া সার্বজনীন শ্রীশ্রী কালী মন্দির ভাংচুরের অভিযোগ পাওয়া গেছে। অভিযোগের আঙ্গুল উঠেছে জেলা আওয়ামী লীগের আইন বিষয়ক সম্পাদক ও স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান এ্যাডভোকেট মোঃ শহিদুল ইসলামের বিরুদ্ধে। ১৩ অক্টোবর দিবাগত রাত আনুমানিক ২টার দিকে পিরোজপুর সদর উপজেলা শিকদারমল্লিক ইউনিয়নের পাঁচপাড়া বাজার এলাকায় এ ঘটনা ঘটে বলে জানান এলাকাবাসী। এ ঘটনায় পুলিশ অহেদ হাওলাদার (৪৫) ও মুহিদুল ইসলাম (৫০) নামের দুইজনকে আটক করেছে।

শিকদার মল্লিক ইউনিয়ন পূজা উদযাপন কমিটির সাধারণ সম্পাদক শেখর চন্দ্র মণ্ডল জানান, জেলা আওয়ামী লীগের আইন বিষয়ক সম্পাদক ও স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান এ্যাডভোকেট মো. শহিদুল ইসলামের সাথে পাঁচপাড়া বাজারে সার্বজনীন শ্রীশ্রী কালী মন্দিরের জায়গা নিয়ে আদালতে মামলা চলমান ছিল। কিন্তু গত নির্বাচনের পরপরই বাদী ও সাক্ষীকে জিম্মি করে মামলা খারিজ করিয়ে নেয়।

এ ঘটনার জের ধরেই ঐদিন দিবাগত রাত ২টার দিকে ইউপি চেয়ারম্যানের লোকজন মন্দিরের জায়গা দখল নিতে মন্দিরের অবকাঠামো ভাঙচুর করে এবং মন্দিরের প্রতিমা পাশের ডোবায় ছুঁড়ে ফেলে দেয়। পাঁচপাড়া সার্বজনীন শ্রীশ্রী কালী মন্দিরের সভাপতি সুবাস চন্দ্র মিস্ত্রি জানান, গত ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের দলীয় প্রার্থী হয়ে নৌকা মার্কা নিয়ে নির্বাচন করে জয়ী হয় বর্তমান ইউপি চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের আইন বিষয়ক সম্পাদক এ্যাডভোকেট মো. শহিদুল ইসলাম। তার লোকজন দিয়েই তিনি মন্দির উচ্ছেদ করার জন্য মন্দিরে হামলা চালিয়েছেন।

কুমিল্লার মুরাদনগরে দুর্গা প্রতিমা ভাংচুর

॥ কুমিল্লা প্রতিনিধি ॥

কুমিল্লা জেলার মুরাদনগর উপজেলায় দুর্গাপূজার একটি মণ্ডপের চারটি প্রতিমা ভাংচুর করেছে দুর্বৃত্তরা। ২৬ সেপ্টেম্বর রাত ৩টার দিকে উপজেলার যাত্রাপুর গ্রামের বিমল চন্দ্র দাসের বাড়ির দুর্গা মণ্ডপে এ ঘটনা ঘটে। পূজা কমিটির সভাপতি রাখাল চন্দ্র দাস জানান, রাতে পাহারার দায়িত্বে থাকা লোকজন দুইটার দিকে ঘুমাতে গেলে কে বা কারা দুইটা থেকে তিনটার মধ্যে মা লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশের মূর্তি ভাংচুর করে।

বিমল চন্দ্র দাস মুরাদনগর থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেন। মুরাদনগর থানার ওসি এসএম বদিউজ্জামান জানান, বিষয়টি ন্যাক্কারজনক। তদন্ত চলছে, তদন্তে কাউকে কোনো প্রকার ছাড় দেয়া হবে না।

হবিগঞ্জে লাখাইয়ে দুর্গা মন্দিরে হামলা

॥ হবিগঞ্জ প্রতিনিধি॥

গত ২৬ সেপ্টেম্বর লাখাইয়ে দুর্গা মন্দিরে হামলা চালায় একদল দুর্বৃত্ত। হবিগঞ্জের লাখাই উপজেলার মাদনা বাজারে একটি দুর্গা মন্দিরে হামলা করেছে একদল দুর্বৃত্তরা। এ সময় তারা মন্দিরের মূর্তিও ভাংচুর করে। ভোররাতে এ ঘটনা ঘটে। ঘটনার পর থেকে স্থানীয় হিন্দুধর্মাবলম্বীদের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করে। পুলিশ জানায়, উপজেলার মাদনা বাজারে একটি দুর্গা মন্দিরে হামলা চালায় একদল দুর্বৃত্ত। এ সময় তারা মন্দিরের গেট ভেঙ্গে ভেতরে প্রবেশ করে মূর্তি ভাংচুর করে।

রাজনৈতিক নেতৃত্বের ভূমিকা দেখতে চাই

দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর

সৃষ্টি করেছিল এবং দ্বিতীয় পাকিস্তান বানানোর ষড়যন্ত্র করেছিল তা দেশের মানুষ ভুলে যায়নি। ভুলে যায়নি বাংলাদেশের মাটিকে বিদেশি বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তির অভয়ারণ্যে পরিণত করার ইতিহাস। ভুলে যায়নি ১০ ট্রাক অস্ত্র চালানের কানিহিন। সে পরিস্থিতি যেন কোনোভাবেই ফিরে না আসে।

সর্বশেষ যে কথাটি বলা দরকার, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের স্বাধীনতার স্থপতি। তাঁর অবিসংবাদিত নেতৃত্ব ছাড়া বাঙালির স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন বাস্তবায়িত হতো না। তিনি স্বাধীনতার ডাক না দিলে, পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে হাতে অস্ত্র তুলে নেওয়ার নির্দেশ না দিলে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হতো না। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানুষ লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তো না। একটা ঐকমত্য প্রয়োজন সুস্থ রাজনীতির স্বার্থে, বঙ্গবন্ধু থাকবেন সমস্ত রাজনীতির উর্ধে। বঙ্গবন্ধু জাতির জনক, স্বাধীনতার স্থপতি, এটা মেনে নিয়েই রাজনীতি করতে হবে। এ ব্যাপারে কোন বিতর্ক থাকবে না।

চট্টগ্রামে প্রবারণা পূর্ণিমা উদযাপন নিয়ে মতবিনিময়

চট্টগ্রামে প্রবারণা পূর্ণিমা উদ্‌যাপন নিয়ে ডিআইজি'র সাথে বৌদ্ধ নেতৃবৃন্দের মতবিনিময়

॥ চট্টগ্রাম প্রতিনিধি ॥

শুভ প্রবারণা পূর্ণিমা উদযাপন ও চট্টগ্রাম বিভাগে অবস্থিত থানা ও গ্রামের বিভিন্ন বৌদ্ধ বিহারে মাসব্যাপী কঠিন চীবর দানোৎসব নির্বিঘ্নে, নিরাপদে, শান্তিপূর্ণভাবে উদযাপন করার লক্ষ্যে, চট্টগ্রাম রেঞ্জের ডি.আই.জি খন্দকার গোলাম ফারুক বিপিএম, পিপিএম মহোদয়ের সভাপতিত্বে সংগঠনের প্রধান সমন্বয়কারী মিথুন বড়ুয়ার সঞ্চালনায় সম্মিলিত প্রবারণা পূর্ণিমা উদযাপন পরিষদের আহবানে বৌদ্ধ নেতৃবৃন্দদের সমন্বয়ে, এক মতবিনিময় সভা ২১ অক্টোবর রোববার সকালে ডি.আই.জি এর সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। আসন্ন প্রবারণা ও মাসব্যাপী কঠিন চীবর দানোৎসব যাতে নির্বিঘ্নে, নিরাপদে, শান্তিপূর্ণভাবে পালন করা যায় তার জন্য ডিআইজি মহোদয় পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে সর্ব প্রকার সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান এবং ডি.আই.জি মহোদয় প্রবারণা ও মাসব্যাপী কঠিন চীবর দান যাতে নিরাপদে, নির্বিঘ্নে উদযাপন করতে পারে তার জন্য তাৎক্ষণিক বিভিন্ন সার্কেলে দায়িত্বরত পুলিশ সুপারদের মাধ্যমে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের নির্দেশ প্রদান করেন। এসময় প্রশাসনের উর্ধতন কর্মকর্তাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত ডি.আই.জি (প্রশাসন ও অর্থ) এম এম রোকন উদ্দিন, অপারেশন এন্ড ক্রাইম আবুল ফয়েজ, কমান্ড্যান্ট (এস পি) আর আর এফ চট্টগ্রাম এম এ মাসুদ, এস্টেট এন্ড ওয়েল ফেয়ার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রেঞ্জ ডি.আই.জি কার্যালয় চট্টগ্রাম নিষ্কৃতি চাকমা।

বৌদ্ধ নেতৃবৃন্দদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন-বাংলাদেশ বৌদ্ধ সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান আদর্শ কুমার বড়ুয়া, বাংলাদেশ বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘ চট্টগ্রাম অঞ্চলের সভাপতি প্রকৌশলী পরিতোষ কুমার বড়ুয়া, বাংলাদেশ বুড্ডিষ্ট ফাউন্ডেশনের সভাপতি প্রকৌশলী মৃগাঙ্ক প্রসাদ বড়ুয়া, বিএলআই সভাপতি প্রকৌশলী মৃণাল কান্তি বড়ুয়া, বৌদ্ধ সমিতি যুব সভাপতি কর আইনজীবি জয়শান্ত বিকাশ বড়ুয়া, সম্মিলিত প্রবারণা পূর্ণিমা উদযাপন পরিষদের আহবায়ক ও বৌদ্ধ সমিতি যুব সাধারণ সম্পাদক স্বপন কুমার বড়ুয়া, যুগ্ম আহবায়ক ও বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘ যুব সাধারণ সম্পাদক ডঃ সুব্রত বরণ বড়ুয়া, সচিব ও বৌদ্ধ যুব পরিষদের সাধারণ সম্পাদক সজীব বড়ুয়া ডায়মন্ড। বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন-নারী নেত্রী ববিতা বড়ুয়া, রবীন্দ্র বিজয় বড়ুয়া, শচীভূষণ বড়ুয়া, কমলেন্দু বিকাশ বড়ুয়া, পুষ্পেন বড়ুয়া কাজল, কানন চৌধুরী বড়ুয়া, কাজল প্রিয় বড়ুয়া, প্রকৌশলী সীমান্ত বড়ুয়া, প্রণব রাজ বড়ুয়া, প্রকৌশলী পলাশ বড়ুয়া, বিকাশ বড়ুয়া, তাপস জ্যোতি ভিক্ষু প্রমুখ।

মনোনয়ন প্রত্যাশী নেতা বলেন

আমি হিন্দু ধর্মীয় কোনো প্রতিষ্ঠানে অনুদান দিই না

॥ নবীনগর প্রতিনিধি ॥

'হিন্দু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে অনুদান দেই না' নবীনগর প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলনে একথা বলেন আওয়ামী লীগের মনোনয়ন প্রত্যাশী এবাদুল করিম বুলবুল। তিনি বলেন, একজন মুসলমান হিসেবে অন্য ধর্মের কোনো প্রতিষ্ঠানে আর্থিক অনুদান দেয়া ঠিক নয়। তিনি নিজে কখনো সেটি করেননি এবং কখনও করবেন না বলে সুস্পষ্টভাবে জানিয়েছেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৫ (নবীনগর) থেকে আওয়ামী লীগের অন্যতম মনোনয়ন প্রত্যাশী এবাদুল করিম বুলবুল। গত ১২ অক্টোবর নবীনগর প্রেসক্লাবে জনাকীর্ণ এক সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন।

তিনি বলেন, আমি একজন মুসলমান। তাই মুসলিম ধর্মের রীতি ও বিধান অনুযায়ী ভিন্ন ধর্মাবলম্বী কোন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে আমি ব্যক্তিগতভাবে আর্থিক অনুদান কিংবা নগদ অর্থ কোনভাবেই প্রদান করতে পারি না এবং কখনও সেটি করবোও না। তবে তাঁদের (বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর বিয়ে, চিকিৎসা, লেখাপড়াসহ) যে কোন প্রয়োজনে আমি অবশ্যই আমার সাধ্যমত সর্বতভাবে সহযোগিতা করতে সদা প্রস্তুত আছি।'

'আপনার বিরুদ্ধে বড় অভিযোগ হচ্ছে, আপনি হিন্দু ধর্মীয় কোন প্রতিষ্ঠানে কখনই কোন আর্থিক অনুদান প্রদান করেন না'– স্থানীয় একজন সাংবাদিকের এমন এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন। 'সরকার তো দিচ্ছে, আপনি তো সরকার দলেরই নেতা। তাহলে আপনি কেন শারদীয় দূর্গোৎসবে ব্যক্তিগত অনুদান দেন না'– এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'সরকার তো একটি প্রতিষ্ঠান তাই সরকার দিতেই পারে।'

এবাদুল করিম বুলবুল কৃষক লীগের কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা, দেশের অন্যতম ওষুধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান 'বিকন ফার্মাসিউটিক্যালস'র মালিক। তিনি গত সংসদ নির্বাচনেও আওয়ামী লীগের মনোনয়ন প্রত্যাশী ছিলেন। এ আসনে বর্তমান সংসদ সদস্য হলেন আওয়ামী লীগ মনোনীত ফয়জুর রহমান বাদল।

উদ্বেগ বাড়ছে সংখ্যালঘুদের

দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর

আমাদের স্মৃতি থেকে মিলিয়ে যায়নি সেই ২০০১ সাল। পরবর্তীকালে হাইকোর্টের নির্দেশে বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন গঠিত হয়, প্রতিবেদনও পেশ করা হয়। কিন্তু সেই প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়নি, আজ পর্যন্ত হামলা, ধর্ষণ, হত্যা ও জবরদখলের বিরুদ্ধে কাউকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়নি। যদি যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া যেতো তাহলে ধর্মান্ধ, সাম্প্রদায়িক শক্তি বুঝতে পারতো, অপশক্তি রেহাই পায় না। বাস্তব সত্য হচ্ছে, ২০০১ সালের নির্বাচনের পূর্বাপর হামলার জন্য দায়ী ব্যক্তিরা ধরাছোঁয়ার বাইরে রয়ে গেল।

রাজনৈতিক দলগুলোকে জানতে হবে ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুরা কী ভাবে, জানতে হবে তাদের ক্ষোভ-দুঃখের কথা। ১৯৭৫ সালে জাতির জনক শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যার পর দেশকে পাকিস্তানি ধারায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার ষড়যন্ত্র শুরু হয়, তার বিরুদ্ধে এদেশের ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক শক্তিকে অনেক লড়াই করতে হয়েছে, অনেক আত্মদানের ইতিহাস রচিত হয়েছে। সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের সংবিধান হত্যা করার যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল, তারই ধারাবাহিকতায় আসে অষ্টম সংশোধনী। রাষ্ট্রধর্ম ইসলামের মাধ্যমে ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিকে পরিণত করা হয়। এই প্রেক্ষাপটে গঠিত হয় বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হচ্ছে, বাংলাদেশ বহু চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে মুক্তিযুদ্ধের ধারা ফিরিয়ে আনলেও সংবিধানে আজও অষ্টম সংশোধনী রয়ে গেছে। ধর্মনিরপেক্ষতার পাশাপাশি।

ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের লড়াই সমান অধিকার, সম-মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য। মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনা ও মূল্যবোধ তা-ই। কিন্তু সংখ্যালঘুরা সেই সমান অধিকার ও সম-মর্যাদা কি ফিরে পেয়েছে? রাজনৈতিক নেতৃত্বকে জবাব দিতে হবে। উদ্বেগ এখানেই। ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুরা ১৯৭৫ সালের পর থেকে প্রত্যেক নির্বাচনে (২০০৮ সাল ছাড়া) এবং রাজনীতিতে যে পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে, তা স্মৃতি থেকে তারা মুছে ফেলতে পারবে না। স্বাভাবিকভাবে বর্তমান নির্বাচনী রাজনীতিতে 'সেইসব শক্তির'উত্থান এবং জোটের শরিক দেখে উদ্বিগ্ন হচ্ছে, ক্ষুব্ধ হচ্ছে। রাজনৈতিক নেতৃত্ব তা অনুধাবণে ব্যর্থ হলে কিংবা ক্ষমতার স্বার্থে তা উপেক্ষা করলে ভুল হবে। আর ভুলের মাশুল দিতে হবে দেশের মানুষকে।

নির্বাচন হবে, প্রত্যেক দল বা জোট তাদের কর্মসূচি তুলে ধরবে, অঙ্গীকার রাখবে জাতির কাছে। প্রতিযোগিতা হবে দেশের মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়নের। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে এগিয়ে থাকার। কিন্তু আজ আমরা এর অনুপস্থিতি লক্ষ্য করছি।

মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিবস উদযাপিত

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥

গত ২ অক্টোবর মঙ্গলবার বিশ্বে অহিংস আন্দোলনের প্রাণপুরুষ মহাত্মা গান্ধীর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ আয়োজিত আলোচনা সভায় মহাত্মার প্রদর্শিত পথে এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় ঘোষণা করা হয়।

ঐক্য পরিষদ কার্যালয়ে আয়োজিত এই সভায় সভাপতিত্ব করেন পরিষদের সভাপতিমন্ডলীর সদস্য এ্যাড. সুব্রত চৌধুরী। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন এ্যাড. রানা দাশগুপ্ত, কাজল দেবনাথ, সাংবাদিক বাসুদেব ধর, জে এল ভৌমিক, জয়ন্তী রায়, মনীন্দ্র কুমার নাথ, ভিক্ষু সুনন্দপ্রিয়, পদ্মাবতী দেবী, অপূর্ব ভট্টাচার্য্য। উপস্থিত ছিলেন সত্যরঞ্জন ব্রহ্ম, ব্রজগোপাল দেবনাথ, বাবুল দাস, নারায়ন সাহা অপু, বিনয় কুমার ঘোষ বিটু, বিপুল ঘোষ শংকর, স্বপ্না বিশ্বাস, চন্দন ভৌমিক। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন প্রাণতোষ আচার্য শিবু।

সভায় মহাত্মাগীন্ধীর জীবন ও কর্ম তুলে ধরে আলোচকরা বলেন, অহিংস ও অসহযোগের পথ সবচেয়ে বড় শক্তি হিসেবে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে মুখ্য ভূমিকা পালন করে, বৃটিশ উপনিবেশিক শক্তি মাতা নত করতে বাধ্য হয়। মহাত্মার পথ ধরে যদি বিশ্ব এগিয়ে যায়, তাহলে যুদ্ধ ও সংঘাতের অবশ্যই অবসান হবে। আলোচকরা রাজনীতিতে মহাত্মার পথ অনুসরণের জন্য রাজনীতিবিদদের প্রতি আহ্বান জানান।

শারদীয় দুর্গোৎসব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়ায় অভিনন্দন

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥

পাঁচ দিন ব্যাপী শারদীয় দুর্গোৎসব সুষ্ঠু, সুন্দর ও শান্তিপূর্ণভাবে সুসম্পন্ন হওয়ায় বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি মিলন কান্তি দত্ত ও সাধারণ সম্পাদক নির্মল কুমার চ্যাটার্জী এবং ঢাকা মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটির সভাপতি শৈলেন্দ্রনাথ মজুমদার ও সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কিশোর রঞ্জন মণ্ডল এক যুক্ত বিবৃতিতে দুর্গোৎসব উপলক্ষে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার আন্তরিক সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানান। পাশাপাশি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী, আইজিপি, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার, র‌্যাব, ডিজিএফআই, এনএসআই, ডিবি, সি আই ডিসহ আইন শৃংখলা রক্ষায় নিয়োজিত সকল কর্মকর্তা ও সদস্য, ঢাকা সিটি কর্পোরেশন, বিদ্যুৎ বিভাগ এবং ওয়াসাকেও আন্তরিক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানানো হয়।

নেতৃবৃন্দ এবারের দুর্গোৎসব আয়োজনসহ পূজার অনুষ্ঠানমালার ধর্মীয় ভাবধারার বিভিন্ন দিক গণমাধ্যমসমূহ বিশেষভাবে জাতির সামনে তুলে ধরায় তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান। বিবৃতিতে বলা হয় শারদীয় দুর্গোৎসব বাঙালির সার্বজনীন জাতীয় উৎসব হিসেবে গণমাধ্যমসমূহ তুলে ধরায় বাংলাদেশের অসাম্প্রদায়িক চেতনার দিকটি ফুটে উঠেছে। নেতৃবৃন্দ গণমাধ্যমের এ ধরনের ভূমিকার জন্য গণমাধ্যমকে এবং যারা এর সাথে যুক্ত তাঁদের সকলের প্রশংসাসহ আন্তরিক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন ।

যুক্ত বিবৃতিতে নেতৃবৃন্দ বলেন, 'ধর্ম যার যার, উৎসব সবার'- আবহমানকাল ধরে বাংলাদেশের মানুষের এই সার্বজনীন বিশ্বাস এই উৎসবের মধ্য দিয়ে যেমন প্রমাণিত হয়েছে তেমনি 'ধর্ম যার যার রাষ্ট্র সবার'- অসাম্প্রদায়িক মানুষের এই বিশ্বাসও প্রমাণিত হবে বলে আমরা আশাবাদি।

চট্টগ্রাম

শান্তিপূর্ণভাবে উৎসবমুখর পরিবেশে শারদীয় দুর্গোৎসব সম্পন্ন হওয়ায় সরকার, প্রশাসন, রাজনৈতিক ও সামাজিক নেতৃবৃন্দ সাংবাদিকসহ সর্বস্তরের জনগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়। বাংলাদেশ পূজা উদ্‌যাপন পরিষদ চট্টগ্রাম জেলা শাখার এক সভায় নেতৃবৃন্দ তাদের বক্তব্যে এই কৃতজ্ঞতা জানান। গত ২০ অক্টোবর জেলা পূজা পরিষদের সভাপতি শ্যামল কুমার পালিতের সভাপতিত্বে বাংলাদেশ হিন্দু ফাউণ্ডেশন মিলায়তনে বাংলাদেশ পূজা উদ্‌যাপন পরিষদ চট্টগ্রাম জেলার এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় বিশিষ্ট সমাজ সেবক কৃষ্ণ গোপাল সেন (কালাচাঁদ) বাবুর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ ও শোকাহত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করা হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক অসীম কুমার দেব, নিবাস দাশ সাগর, এ্যাডভোকেট নিতাই প্রসাদ ঘোষ, সাংবাদিক নিরুপম দাশগুপ্ত, বিপুল কান্তি দত্ত, বিজয় কৃষ্ণ বৈষ্ণব, এ্যাডভোকেট পংকজ কুমার চৌধুরী, বিশ্বজিৎ পালিত, উত্তম শর্মা, কল্লোল সেন, সুমান দে, সাগর মিত্র, অনুপ রক্ষিত, বিকাশ মজুমদার, বিধান রক্ষিত, সুভাষ দাশ ও হরিপদ চৌধুরী বাবুল, রিমন মুহুরী প্রমুখ।

বিভিন্ন স্থানে মন্দিরে হামলা, দুর্গা প্রতিমা ভাঙচুর

রংপুর

ছবি : পরিষদ বার্তা

রংপুরে প্রতিমা ভাংচুর

॥ রংপুর প্রতিনিধি ॥

রংপুর সদর উপজেলার সদ্যপুস্করণী ইউনিয়নের আদর্শপাড়া পূজা মণ্ডপে হামলা চালিয়ে কয়েকটি প্রতিমা ভাংচুর করেছে দুর্বৃত্তরা। ১১ অক্টোবর গভীর রাতে এ ঘটনা ঘটলেও পুলিশ এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি। এ ঘটনায় ১২ অক্টোবর রংপুর সদর থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

রংপুর পূজা উদযাপন কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সুশান্ত ভৌমিক সুবল ন্যাক্কারজনক এই ঘটনায় অভিযুক্তদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান। ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে পুলিশ কর্মকর্তারা জানান, ঘটনার সাথে জড়িতদের কোন রকম ছাড় দেওয়া হবে না। রংপুর সদর থানার ওসি আব্দুল আজিজ জানিয়েছেন, ১১ অক্টোবর গভীর রাতে কোন এক সময় দুর্বৃত্তরা সদ্যপুস্করণী ইউনিয়নের আদর্শপাড়া পূজা মণ্ডপে প্রবেশ করে প্রতিমা ভাংচুর করে পালিয়ে যায়। ওসি জানান, কারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে তা আমরা খতিয়ে দেখছি। তদন্ত চলছে। এদিকে, রংপুরের কারমাইকেল কলেজে সরস্বতী প্রতিমা ভাংচুরের অভিযোগ উঠেছে। কলেজের শিক্ষার্থীরা জানিয়েছেন, কে বি ছাত্রাবাসের মন্দিরের গ্রিলের ফাঁক দিয়ে লাঠি ঢুকিয়ে সরস্বতী প্রতিমা ফেলে দেয়া হয়। প্রতিমাটি পড়ে গিয়ে ভেঙে যায়। সকালে শিক্ষার্থীরা ছাত্রাবাসের মন্দিরে গেলে ভাঙা প্রতিমা দেখতে পান। কলেজ প্রশাসনকে বিষয়টি অবহিত করা হয়। কলেজ প্রশাসন তাজহাট থানায় অভিযোগ দিলে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন।

কারমাইকেল কলেজের অধ্যক্ষ ড. শেখ আনোয়ার হোসেন জানিয়েছেন, প্রতিমা ভাঙার খবরটি জেনে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছি। তাজহাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শেখ রোকনুজ্জামান রোকন জানিয়েছেন, কলেজ প্রশাসন অভিযোগ করার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করা হয়েছে। তদন্ত চলছে।

টাঙ্গাইল

ছবি : পরিষদ বার্তা

গাজীপুরে প্রতিমা ভাংচুর

॥ গাজীপুর প্রতিনিধি ॥

গাজীপুরের শ্রীপুরে দুটি মন্দিরে প্রতিমা ভাঙচুর করেছে দুর্বৃত্তরা। ৭ অক্টোবর রাতে উপজেলার কাওরাইদ সোনার গ্রামের বটতলা কালী মন্দির ও রাধা গোবিন্দ মন্দিরে এ ঘটনা ঘটে। কালী মন্দিরের পুরোহিত প্রদীপ চক্রবর্তী বলেন, দুর্বৃত্তরা রাতে হামলা চালিয়ে মন্দিরের সাতটি প্রতিমা ভাঙচুর করেছে। শ্রীপুর থানার ওসি জাবেদল ইসলাম বলেন, পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। ঘটনা তদন্ত করা হচ্ছে।

দুর্গা প্রতিমা ভেঙ্গে ধরা পড়লেন ইউপি সদস্য

॥ টাঙ্গাইল প্রতিনিধি ॥

দুর্গা প্রতিমা ভাঙলেন এলাকার জন প্রতিনিধি ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য। তিনি টাঙ্গাইল জেলার গোপালপুর উপজেলার আলমনগর ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য বাবুল আক্তার। সম্প্রতি একই উপজেলার মির্জাপুর ইউনিয়নের মির্জাপুর ঋষি বাড়ি মন্দিরের আসন্ন দুর্গা পূজার জন্য তৈরি হওয়া প্রতিমা ভাংচুর করার সময় স্থানীয় হিন্দু সম্প্রদায় তাকে হাতেনাতে ধরে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশে সোপর্দ করে। মামলা হয়েছে এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা নিবেন বলে জানালেন থানা কর্তৃপক্ষ।

গাজীপুর

ছবি : পরিষদ বার্তা

কুড়িগ্রাম

ছবি : পরিষদ বার্তা

কুড়িগ্রামে পরপর দুই মন্দিরে দুর্গা প্রতিমা ভাংচুর

॥ কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি ॥

কুড়িগ্রামের উলিপুরে দুর্গা প্রতিমা ভাংচুর করেছে দুর্বৃত্তরা। এ নিয়ে পরপর দু'দিন একই এলাকায় ২টি মন্দিরের প্রতিমা ভাংচুরের ঘটনা ঘটল। ঘটনায় এলাকার হিন্দু সমাজের মধ্যে ক্ষোভ ও আতঙ্ক বিরাজ করছে। ঘটনাটি ঘটেছে, ৭ অক্টোবর ভোররাতে পৌরসভার নাকিলে বাড়ি গাছতলা গোবিন্দ জিউ মন্দিরে। জানা গেছে, শারদীয় দুর্গা পূজা উপলক্ষে পৌরসভার নারিকেল বাড়ি গাছতলা গোবিন্দ জিউ মন্দিরে পূজার জন্য প্রতিমা তৈরি করা হয়। ভোর চারটার দিকে মন্দিরে ঢুকে প্রতিমা ভাংচুর করে একদল দুর্বৃত্ত। খবর পেয়ে থানা পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন।

অপরদিকে গত ৬ অক্টোবর শনিবার নারিকেল বাড়ি বকুলতলা দুর্গা মন্দিরে থাকা শিবমূর্তি কে বা কারা ভাংচুর করে। পরপর দুদিন একই এলাকায় ২টি মন্দিরের প্রতিমা ভাংচুরের ঘটনায় হিন্দু সমাজের মধ্যে ক্ষোভ বিরাজ করছে। উলিপুর থানার অফিসার ইনচার্জ মোয়াজ্জেম হোসেন বলেন, ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। খোঁজ-খবর নেয়া হচ্ছে। যে বা যারা এই ঘটনার সাথে জড়িত তাদের আইনের আওতায় আনা হবে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনী তৎপর রয়েছে।

পৃষ্ঠা ৬

উপদেষ্টা : অধ্যাপক ড. অজয় রায় **সম্পাদক :** বাসুদেব ধর e-mail : parishadbarta@gmail.com Website : www.bhbcop.org
বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ, দারুস সালাম আর্কেড, ১৪ পুরানা পল্টন, ৯ম তলা, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। মোবাইল : ০১৭১২২৭৪৫৩২ ০১৭১৫১৫৮৩৩২